

কমিউনিটি রেডিওর জন্য
দুর্যোগ মোকাবেলায়
সরাসরি অনুষ্ঠান নির্মাণ

নির্দেশিকা



COMMUNICATION WITH COMMUNITIES IN BANGLADESH



কমিউনিটি রেডিওর জন্য
দুর্যোগ মোকাবেলায়
সরাসরি অনুষ্ঠান নির্মাণ নির্দেশিকা



COMMUNICATION WITH COMMUNITIES IN BANGLADESH



COMMUNICATION WITH COMMUNITIES IN BANGLADESH

কমিউনিটি রেডিওর জন্য দুর্যোগ
মোকাবেলায় সরাসরি অনুষ্ঠান নির্মাণ
নির্দেশিকা

প্রকাশক

সংযোগ

মাল্টি স্টেকহোল্ডারস প্লাটফর্মস

অন কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটিজ

বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট ফেডারেশন

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০১৭

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন

সোসাইটি ফর মিডিয়া অ্যান্ড স্যুইটেবল

হিউম্যান-কমিউনিকেশন টেকনিক্স - সমষ্টি এর পক্ষে-

মীর মাসরুর জামান, পরিচালক

মীর সাহিদুল আলম, পরিচালক, (কর্মসূচি)

রেজাউল হক, পরিচালক (গবেষণা ও যোগাযোগ)

প্রচ্ছদ

রনজিত রায়

গ্রাফিক্স ও ডিজাইন ও মুদ্রণ

এ্যাড মোমেন্টস

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, নদী ভাঙন এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যোগ হওয়া ভূমিধসজনিত দুর্যোগ প্রতিবছরই জীবন ও সম্পদের বিপুল ক্ষতি সাধন করে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তন এসব দুর্যোগ ও তার নেতিবাচক প্রভাবকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী এসব দুর্যোগ সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় দক্ষভাবে মোকাবেলা করেছে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণ নিজেরাই তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রাথমিকভাবে এসব বিপর্যয়কে সাহসের সাথে মোকাবেলা করে থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য পেলে ভুক্তভোগী জনগণ সাফল্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম।

দুর্যোগের সময় ‘তথ্য একটি মানবিক সাহায্য’ হিসেবে স্বীকৃত। আর জনগোষ্ঠীকে তথ্য জানানোর জন্য যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যম বিশেষত, কমিউনিটি রেডিও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কমিউনিটি রেডিও যেহেতু স্থানীয় মানুষের সমস্যা ও সমাধানের বার্তা প্রচার করে তাই এর চাহিদাও প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সাধারণ দায়িত্বের (তথ্য প্রচার, বিনোদন, জনমত গঠন) পাশাপাশি কমিউনিটির অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়েও দায়বদ্ধতা রয়েছে এসব রেডিওর। জনগণের কাছাকাছি থাকার কারণে কমিউনিটি রেডিও ঐ এলাকার স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পারে, যা অন্য কোন গণমাধ্যমের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে দুর্যোগের সময় গণমাধ্যম, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল যোগাযোগ মাধ্যম যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখনও কমিউনিটি রেডিও তার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে সক্ষম। এসব কারণে কমিউনিটি রেডিও দুর্যোগ (প্রস্তুতি ও সাড়া দেওয়া) মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় তথ্য ও বার্তা প্রদানের মাধ্যমে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম), জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস), আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট ফেডারেশন (আইএফআরসি) এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে জুলাই ২০১৫ এ প্রতিষ্ঠিত মাল্টি-স্টেকহোল্ডারস প্ল্যাটফর্ম (এমএসপি) অন কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটিজ, যা পরবর্তীতে ‘সংযোগ’ নামে অভিহিত, এর উদ্যোগে কমিউনিটি রেডিও’র মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বার্তা প্রদানের জন্য একটি অভিন্ন নির্দেশনা বা গাইডলাইন প্রণয়নের পরিকল্পনা করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে বর্তমানে দেশে চালু ১৭টি কমিউনিটি রেডিওসহ

প্রক্রিয়াধীন কমিউনিটি রেডিওসমূহ অভিন্ন মান বজায় রেখে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের উপযোগী বিভিন্ন বার্তা প্রচার করতে পারে।

দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অবশেষে নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হলো। আশা করা যায় যে এই নির্দেশিকাটি দুর্যোগের সময় পরিবেশিত তথ্যের সংবেদনশীলতা পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবে। একই সঙ্গে যে কোনো সরকারি বেসরকারি সংস্থাকে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে একটি ফোনো-লাইভ রেডিও শো পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নির্দেশিকা ব্যবহারের মাধ্যমে উপকূলীয়, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে কার্যকর কমিউনিটি রেডিওসমূহ দুর্যোগে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করবে। ফলশ্রুতিতে তারা জীবন সহায়ক অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে পারবে। কারণ ফোনোলাইভ রেডিও শো'র উদ্দেশ্যই হলো জনগণকে দুর্যোগকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তাঁদের জীবন ও জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং দুর্ভোগ কমানো। এ ছাড়া দুর্যোগসহ অন্যান্য ইস্যু যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কল-ইন রেডিও অনুষ্ঠান করতে চাইলে এই নির্দেশিকা ব্যবহার করতে পারবে।

বেসরকারি সংস্থা 'সমষ্টি', দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সংযোগ এর সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, কমিউনিটি রেডিও সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শ এবং শ্রোতাদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে এই নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করেছে। আমি বিডিআরসিএস ও আইএফআরসি কে 'সংযোগ'এর পক্ষে নির্দেশিকাটি প্রকাশের জন্য অভিনন্দন জানাই। একই সাথে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সিডাক (Communiation with Disaster Affected Communities - CDAC) নেটওয়ার্ক ও ইউকেএইড এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। নির্দেশিকাটি প্রণয়নে যেসব সহযোগী প্রতিষ্ঠান তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছে সেসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের প্রতিনিধিদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।



রাহিমা আক্তার

(উপ-সচিব)

উপ পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)

ও চেয়ারপারসন, সংযোগ

সূচিপত্র

অধ্যায় - এক

শ্রোতাবান্ধব রেডিও অনুষ্ঠান	৭
অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ	৭
উদ্দেশ্য নির্ধারণের সূত্র	৮
ভালো অনুষ্ঠানের কয়েকটি নিয়ম	৯
ভালো লাইভ রেডিও অনুষ্ঠানে যা থাকা দরকার	১০
শ্রোতাবান্ধব লাইভ অনুষ্ঠান নির্মাণে গবেষণা ও পরিকল্পনা	১২

অধ্যায় - দুই

লাইফলাইন অনুষ্ঠানের ধারণা	১৫
গতানুগতিক অনুষ্ঠান বনাম লাইফলাইন অনুষ্ঠান	১৬
বিপর্যস্ত মানুষের তথ্য-চাহিদা	১৭
দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার	১৯
বার্তা কীভাবে দিতে হবে	২০

অধ্যায় - তিন

কল-ইন/লাইভ রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণ	২৪
স্ক্রিপ্ট লেখার কিছু সাধারণ নিয়ম	২৭
উপস্থাপনা	২৯
মাইক্রোফোন ব্যবহার	২৯
মৌলিকভাবে গল্প উপস্থাপন	৩০

অধ্যায় - চার

রেডিও সাক্ষাৎকার	৩১
------------------	----

অধ্যায় - পাঁচ

অনুষ্ঠানের আঙ্গিক বা ফরম্যাট ও নমুনা স্ক্রিপ্ট	৩৪
------------------------------------------------	----

দুর্যোগ বিষয়ে কল-ইন রেডিও	
অনুষ্ঠানের নমুনা ফরম্যাট	৩৪
দুর্যোগ বিষয়ক লাইফ অনুষ্ঠানের নমুনা স্ক্রিপ্ট	৩৫
বিষয়ভিত্তিক নাটিকার নমুনা স্ক্রিপ্ট	৪১

অধ্যায় - ছয়

নীতিমালা ও আচরণবিধি	৪৩
---------------------	----

অধ্যায় - সাত

পরিশিষ্ট	৪৮
বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের জন্য	
সাধারণ তথ্য বা বার্তা	৪৮
দুর্যোগ ও শিশু	৬১
দুর্যোগ ও নারী	৬৩
দুর্যোগ ও প্রতিবন্ধি	৬৪
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	৬৬
দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	৬৭
দুর্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু দপ্তর, সংস্থা, কমিটি	৬৮
কমিউনিটি রেডিওর অনুষ্ঠান মূল্যায়ন ও মনিটরিং	৭০
তথ্যসূত্র	৮০

শ্রোতাবান্ধব রেডিও অনুষ্ঠান

অধ্যায় এক

এই অধ্যায়ে কেন এবং কীভাবে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেরই একটি লিখিত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা থাকলে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সুযোগ কম থাকে, অলিখিতভাবেও এরকম উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যে কেউ এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনে অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে পারেন।

অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং মূল্যায়নের একটি জনপ্রিয় ধারা VOICE মান বা আদর্শ নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভালো রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণের কিছু সাধারণ নিয়ম, লাইভ অনুষ্ঠান নির্মাণে যা থাকা দরকার এবং শ্রোতাবান্ধব অনুষ্ঠান নির্মাণে গবেষণা ও পরিকল্পনা নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।



অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য লিখিতভাবে থাকতে পারে। আবার লিখিতভাবে নাও থাকতে পারে। তবে লিখিত উদ্দেশ্য থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত। উদ্দেশ্যহীন রেডিও অনুষ্ঠাকে হালছাড়া জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এরকম অনুষ্ঠান খুব সহজেই লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে আর সেগুলো বেশি দিন টিকে না। কারণ এরকম অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কাছে তেমন একটা আবেদন তৈরি করতে পারে না। শ্রোতা নেই মানে অনুষ্ঠানও নেই। উদ্দেশ্যহীন অনুষ্ঠান একদিকে সুযোগের অপচয় এবং অন্যদিকে সম্পদের অপচয়।

অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ

সব রেডিও অনুষ্ঠানের একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। এটি রেডিও তার চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করে থাকে।

দুর্যোগ বিষয়ে একটি অনুষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো হতে পারে -

- দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে জানানো যাতে তারা করণীয় ঠিক করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারে
- সরকারি-বেসরকারি তথ্য বা মানবিক কার্যক্রমের ওপর নাগরিকদের আস্থা তৈরি
- দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা বা দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য তাদের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া-

- নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক বা মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা
- মানুষের দুর্ভোগের মাত্রা ও জীবন কাহিনি তুলে ধরার মাধ্যমে তাদের কষ্টস্বর তুলে ধরা
- জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতার খবর তুলে ধরা, ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য নির্ধারণের সূত্র

অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যের দুটি মূল উপাদান থাকে

- অভীষ্ট শ্রোতাদের কথা বিবেচনা করে অনুষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যমূলক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঠিক করা
- উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রধান প্রধান কার্যক্রম নির্ধারণ করা।

উদ্দেশ্য আর কার্যক্রমের বিবরণী যত সংক্ষিপ্ত রাখা যায় তত ভালো। এতে অনুষ্ঠানের সাথে

সংশ্লিষ্ট সবাই তা মনে রাখতে পারবে এবং বাস্তবায়ন করতে পারবে।

VOICE -এর আলোকে একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিবরণীর নমুনা

দুর্যোগ বিষয়ে অনুষ্ঠানের জন্য VOICE মান-এর উপর ভিত্তি করে এখানে একটি নির্দিষ্ট স্থানের কল্পিত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিবৃতি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হলো- ‘দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণই প্রথম’ অনুষ্ঠান যা বাংলাদেশের দুর্যোগ আক্রান্ত বা দুর্যোগের মুখোমুখি জনগণ এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের যথাযথ ও সময়পোযোগী তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো- মানুষের জানমাল রক্ষা এবং দুর্যোগজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। সরাসরি বা লাইভ প্রচারিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানটি মূলত তথ্যমূলক যা শ্রোতাদের সময়োপযোগী ও দরকারি তথ্য দেয়। এটি দুর্ভোগে আক্রান্ত বা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলারও সুযোগ করে দেয়।



দুর্যোগ বিষয়ে কার্যকর লাইভ রেডিও অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান নির্মাণে সম্প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অভিজ্ঞতা ও কৌশলগুলো প্রয়োগ করে অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং মূল্যায়নের একটি জনপ্রিয় ধারা হলো VOICE মান বা আদর্শ। মূলত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনের প্রয়োজনীয় দিকগুলোর ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান নির্মাণের আঙ্গিক গড়ে ওঠে। VOICE এর আলোকে দুর্যোগ বিষয়ে লাইভ রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণ করা হলে তা কার্যকর ও মানসম্পন্ন হবে।

VOICE- এর ব্যাখ্যা

V- (Value) অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং নারী-পুরুষ উভয় শ্রোতাদের মূল্য বা গুরুত্ব দেয়। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্যোগ আক্রান্ত বা দুর্যোগের মুখোমুখি জনগণকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম ও পরিশ্রম করে। এ সংগ্রাম বা পরিশ্রম তাদের নিজেদের এবং অন্যদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। অনুষ্ঠান বিশেষ মনোযোগ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করে।

- O-(Opportunity) অনুষ্ঠান দুর্যোগ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আক্রান্ত বা দুর্যোগের মুখোমুখি জনগণকে কথা বলার এবং তাদের কথা শোনার সুযোগ তৈরি করে দেয়। ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীকে তাদের সমস্যা তুলে ধরতে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা সমাধান খুঁজে পায়।
- I- (Information) তথ্য প্রদান যেকোনো অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। দুর্যোগসংক্রান্ত অনুষ্ঠান আক্রান্ত বা দুর্যোগের মুখোমুখি জনগণকে সুনির্দিষ্ট, প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারোপযোগী তথ্য প্রদান করে। তাই অনুষ্ঠানের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সহজবোধ্য করে সঠিক ও সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান যাতে অভীষ্ট শ্রোতার সেসব তথ্য কাজে লাগাতে পারে।
- C- (Consistent and convenient) অনুষ্ঠানে তথ্য উপস্থাপনে এক ধরনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। পাশাপাশি দুর্যোগ আক্রান্ত বা দুর্যোগের মুখোমুখি জনগণের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় রাখতে হয়। এটি অন্তত সাপ্তাহিক (সম্ভব হলে দৈনিক) প্রচার করা ভালো। অনুষ্ঠান এমন সময়ে প্রচার করা যুক্তিসংগত যখন নারী ও পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ ও শুনতে পারে।
- E- (Entertaining) অনুষ্ঠানকে বিনোদনময় ও মনে রাখার মতো করে তৈরি করতে হয়। এটি ব্যাপক পরিসরে শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী নির্মিত হয় যা তাদের আকৃষ্ট করে এবং গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে। জটিল বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে তারা সহজেই তা মনে রাখতে পারে।

ভালো অনুষ্ঠানের কয়েকটি নিয়ম

- **বিনোদন :** বিনোদন না থাকলে শ্রোতা অনুষ্ঠান শুনতে আগ্রহী হবে না, তাই রেডিও অনুষ্ঠান অবশ্যই মজাদার হতে হবে। শ্রোতারা যা শুনতে চান সেভাবেই অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে হবে। আপনি নিজে যদি রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণের কাজ করে মজা না পান, তবে শ্রোতারাও সে অনুষ্ঠান শুনে মজা পাবে না।
- **শিল্প নির্মাণের চেয়ে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা গুরুত্বপূর্ণ :** সময়মতো কাজ শেষ করাটা গণমাধ্যমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানকে নিখুঁত ও শিল্পসম্মত করতে গিয়ে যদি সময়মতো কাজ শেষ করা না যায়, তাহলে সে অনুষ্ঠান প্রচার করা যাবে না। ফলে সব পরিশ্রমই বৃথা যাবে।
- **যত ছোট তত ভালো :** গণমাধ্যমের জন্য বহুল প্রচলিত কথা ‘যদি সন্দেহ হয়, তবে বাদ দাও’ (If in doubt, leave it out)। আমরা প্রায়শই আমাদের নিজের লেখা বা সাক্ষাৎকার সম্পাদনা করার সময় সবকিছুকেই মূল্যবান মনে করি। ফলে অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিতে পারি না। আমরা মনে করি বড় হলেই বিষয়টার গুরুত্ব বাড়বে। সত্যি হলো, আমাদের নির্দয় হতে হবে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে ফোকাস ঠিক রাখতে হবে। সাধারণত অনেক লম্বা গল্প, সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কাছে বিরক্তিকর লাগতে পারে, এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রায়শই বুলে যায়। শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে গল্প, সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান টানটান ও ছোট রাখার বিকল্প নাই।
- **যা বলা হয়নি, শ্রোতারা তা শোনেনি :** অনুষ্ঠানের জন্য কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কোনটি বাদ দেওয়া হয়েছে তা শ্রোতাদের জানার কথা নয়। কারণ তা এখনও প্রচার করা হয়নি। কাজেই এ নিয়ে ভাবনার কোনো কারণ নেই যে শ্রোতারা কোনো বিষয় বাদ গেলে প্রশ্ন তুলতে পারে।

ভালো লাইভ রেডিও অনুষ্ঠানে যা থাকা দরকার

■ সময়োপযোগী বিষয় নির্বাচন

আমরা বিভিন্ন সময় যেমন বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হই, তেমনি বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি দেখা দেয়। কাজেই স্থান-কাল বিবেচনা করে বিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন। যখন বন্যা হয়ে গেছে তখন বন্যার আগে করণীয় বা সতর্কতা বিষয়ে অনুষ্ঠান না করে বন্যা-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি, রোগবালাই প্রতিরোধ বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করলে তা সময়োপযোগী হবে এবং শ্রোতারা সে অনুষ্ঠান শুনবে।

■ বিষয় বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণ থাকা

রেডিওর কলাকুশলীরা সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। কাজেই যে বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে সে বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ কথা বললে তা সঠিক, তথ্যবহুল ও শ্রোতার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। প্রয়োজনে একাধিক বিশেষজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের কোন্ বিষয়ে কারা বিশেষজ্ঞ এবং ভালো কথা বলতে পারেন তাদের তালিকা করে রাখা ভালো।

■ নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা

যে কোনো দুর্যোগে প্রান্তিক/দরিদ্র জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা বেশি অসুবিধার মধ্যে পড়ে। কাজেই অনুষ্ঠান নির্মাণ পরিকল্পনায় তাদের দুর্যোগের বিষয়গুলো বিশেষভাবে ভাবনায় রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী অনুষ্ঠান সাজাতে হবে।

■ শ্রোতাদের পছন্দমত অনুষ্ঠান কাঠামো নির্মাণ

শ্রোতারা কী ধরনের অনুষ্ঠান শুনতে চায় সেটি বিবেচনা করা খুবই দরকার। সে জন্য শ্রোতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা বা অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাদের মতামত/ফিডব্যাক গ্রহণ করা দরকার। অনুষ্ঠান শেষে শ্রোতাদের কেমন লাগলো বা ভবিষ্যতে কী ধরনের বা কী বিষয়ে অনুষ্ঠান শুনতে চায় তা জানানোর জন্য ফোন নম্বর বা ঠিকানা বা উভয়ই বলে দেওয়া জরুরি। কমিউনিটি রেডিওর জন্য শ্রোতাদের সঙ্গাহের নির্দিষ্ট কোনো দিনে সরাসরি স্টেশনে এসে মন্তব্য বা মতামত জানাতে অনুরোধ করা যেতে পারে। এতে জনগণের সঙ্গে রেডিওর ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়বে। এছাড়া চিঠি, সরাসরি ফোন কল, এসএমএস বা মতামত/ফিডব্যাক বক্স স্থাপন করে শ্রোতাদের মতামত নেওয়া যায়। শ্রোতাক্লাবের মাধ্যমে সরাসরি শ্রোতাদের সাথে কথা বলে অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাদের মতামত জানা যায়।

■ উপযুক্ত ভাষা, প্রয়োজনে আঞ্চলিক/স্থানীয় ভাষা ব্যবহার

কমিউনিটি রেডিওর জন্য প্রয়োজনে সেই এলাকার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতে যোগাযোগ অনেক বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে। সাধারণ রেডিওর জন্য অবশ্য প্রমিত ভাষা ব্যবহার করা ভালো। এতে সব এলাকার মানুষ তা সহজে বুঝতে পারবে। বিভিন্ন এলাকার ভাষায় শব্দগত কিছু পার্থক্য রয়েছে যা বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমন দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ বাড়কে অনেক সময় বন্যা বলে থাকে।

■ সঠিক এবং মানসম্পন্ন তথ্য ও বিনোদন থাকা

কোনো তথ্য সম্পর্কে যদি সামান্য সন্দেহও থাকে তবে তা প্রচার করা যাবে না। সবসময় সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য দিতে হবে। এটিই নিয়ম। কোনো তথ্য জানা না থাকলে পরের অনুষ্ঠানে

জেনে সে তথ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া যেতে পারে। দুর্যোগকালীন সময়ে ভুল তথ্য পরিবেশন শ্রোতাদের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। শুধু তথ্যবহুল অনুষ্ঠান শুনতে অনেক সময় শ্রোতাদের কাছে একঘেঁয়েমি লাগতে পারে। কাজেই অনুষ্ঠানের মেজাজ বুঝে বৈচিত্র্য আনা যেতে পারে। জনপ্রিয় লোকগান, কৌতুক এসব যুক্ত করা যেতে পারে। তবে তথ্যও অনেক সময় বিনোদনের কাজ করে, যদি সেটি খুব মজার বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়। তথ্য উপস্থাপনের কল্যাণেও তা বিনোদনময় হতে পারে। তবে বিনোদনের নামে ভাঁড়ামি করা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

■ মানসম্পন্ন উপস্থাপনা

উপস্থাপনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কণ্ঠস্বর, বলার ধরন, সহজ ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলা, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি অনেক বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা থাকতে হয়। এ বিষয়ে গাইডলাইনে আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

■ ‘জারগন’ ব্যবহার

কোন ‘জারগন’ বা পারিভাষিক শব্দ এবং শব্দসংক্ষেপ থাকলে সহজে ওই এলাকার বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যাসহ তা বলা দরকার। যেমন, ‘ডিডিএম’ না বলে ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর’ বলতে হবে।

■ অনুষ্ঠানের দৈর্ঘ্য ও প্রচারের সময়

যাদের জন্য অনুষ্ঠান তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি অনুষ্ঠান হওয়া দরকার। দুর্যোগের সময় কোন বিষয়ে তথ্য দেওয়া দরকার এবং কীভাবে দেওয়া দরকার সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনুষ্ঠান কখন প্রচার করা হবে এবং কতক্ষণ ধরে চলবে সেটিও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এবং ওই এলাকার প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ঠিক করতে হবে।

■ পারিপার্শ্বিক শব্দের ব্যবহার

পারিপার্শ্বিক শব্দ দিয়ে এমন পরিবেশ তৈরি করা, যাতে শ্রোতারা জায়গা ও পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায়। বড়ের শোঁ শোঁ শব্দ, বন্যায় পানির কলতান বা নৌকা চালানোর শব্দ, ত্রাণ বিতরণের সময় মানুষের কোলাহল এসব পারিপার্শ্বিক শব্দ শ্রোতাদের ওই জায়গায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং রেডিও শুনেও তারা পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পায়, যা রেডিও অনুষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে Ambience sound বলা হয়। লাইভ অনুষ্ঠানে দেখা গেল কথা বলার সময় ত্রাণবাহী হেলিকপ্টারের প্রচণ্ড শব্দে কথা পরিষ্কারভাবে শ্রোতারা শুনতে পারছে না, তখন যিনি ধারাভাষ্য দিচ্ছেন বা কারো সাক্ষাৎকার প্রচার করছেন, তিনি বলতে পারেন, শ্রোতাবৃন্দ, আমরা যখন কথা বলছি তখন একটি হেলিকপ্টার ত্রাণ নিয়ে এইমাত্র হাজির হলো। আপনারা তার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এতে শ্রোতারা ওই শব্দে বিরক্ত হবে না এবং পরিবেশ সম্পর্কেও ধারণা পাবে। এগুলো তাৎক্ষণিকভাবে করতে হয়।

■ শ্রোতাদের সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করাই ভালো কাহিনি উপস্থাপনা

বেশিরভাগ সময় জনসাধারণকে নিয়ে গল্পগুলো তাদের কাছে মর্মস্পর্শী হয়, যেখানে শ্রোতা/দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর গল্প/কণ্ঠস্বর তাদের মুখেই তুলে ধরা হয় এবং মতামত/ফিডব্যাক গ্রহণের সুযোগ থাকে। রেডিওতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গল্প সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা। যদি কেউ তার বন্ধুবান্ধবের সাথে তার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা সুন্দর, বোধগম্য ও পরিষ্কারভাবে বলতে পারে, তাহলে তিনি গল্প বলতে সক্ষম। এটি শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান, সংবাদ প্রতিবেদন, জীবন্তিকা, নাটক এবং লাইভ অনুষ্ঠান সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি আকর্ষণীয় বিষয় বের করা যায় যেটার গল্প বলতে চাওয়া হচ্ছে, তাহলে রেডিও কার্যক্রম বোঝার পথে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া যায়। গল্প বলা (Storytelling) নিয়ে গাইডলাইনে আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রোতাবান্ধব লাইভ অনুষ্ঠান নির্মাণে গবেষণা ও পরিকল্পনা

যেকোনো ভালো অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের গণমাধ্যমে গবেষণা করার চর্চা খুব কম। এ জন্য সব সময় আনুষ্ঠানিক গবেষণা করতে হবে, তা নয়। অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে খুব অল্প পরিসরেও গবেষণা হতে পারে। এর জন্য বিশাল আয়োজন বা অর্থের প্রয়োজন হয় না। একটি ভালো পরিকল্পনা ভালো গবেষণা দিয়ে শুরু হয়।

অনুষ্ঠান নির্মাণে গবেষণা কেন ও কীভাবে ?

■ শ্রোতাদের তথ্য-চাহিদা নিরূপণ

শ্রোতারা কী ধরনের অনুষ্ঠান কখন শুনতে আগ্রহী সে বিষয়ে জানা গুরুত্বপূর্ণ। যাদের জন্য অনুষ্ঠান নির্মাণ তাদের মতামত ছাড়া এ বিষয়গুলো নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাদের তথ্য-চাহিদা জানার জন্যও গবেষণা দরকার।

■ শ্রোতাদের সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমাধান

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুষ্ঠান শুরুর আগে, বিশেষ করে দুর্যোগ বিষয়ে অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের কখন কোন্ ধরনের তথ্য প্রয়োজন, তারা সেসব তথ্য কীভাবে পেতে চায় সে সব বিষয় জেনে নেওয়া ভালো। চাহিদাভিত্তিক তথ্য দিতে না দিতে পারলে শ্রোতারা তা শুনবে কি-না তার নিশ্চয়তা থাকে না।

■ উপর থেকে চাপিয়ে না দিয়ে নিচ/তৃণমূল থেকে চাহিদা তুলে আনা

অনুষ্ঠান চাপিয়ে না দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ের শ্রোতাগোষ্ঠী, যাদের তথ্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। সে কারণেও অনুষ্ঠান নির্মাণের আগে তাদের চাহিদা জেনে নেওয়া ভালো।

■ তথ্যের বিশ্বাসযোগ্য উৎস সন্ধান করা

অনুষ্ঠানের জন্য কাজীকৃত তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে সেটি জানার জন্যও প্রাথমিক গবেষণা করে নেওয়া ভালো। বিশেষ করে দুর্যোগ বিষয়ে অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রগুলো জানা থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। প্রয়োজনে তাদের স্টুডিওতে ডেকে সরাসরি অনুষ্ঠান করা যায়।

গবেষণা সাধারণত দুই ধরনের। যথা : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গবেষণা।

প্রাথমিক গবেষণায় সাধারণত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়

- প্রশ্নপত্র : অনুষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধারণ কিছু প্রশ্নপত্র তৈরি করে শ্রোতাদের মতামত জানা যেতে পারে।

- দলীয় আলোচনা (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন বা এফজিডি) : দলীয় আলোচনা শ্রোতাদের চাহিদা জানার একটি ভালো পদ্ধতি। শ্রোতাবান্ধবের মাধ্যমে সহজেই এটি করা যায়।

- পর্যবেক্ষণ : রেডিওর কলাকুশলী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে শ্রোতাদের সাথে কথাবার্তা বলেন। তাদের কোন্টা ভালো লাগে, কোন্টা ভালো লাগে না সে পর্যবেক্ষণ থেকেও অনুষ্ঠানের বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

- শ্রোতা-সংস্ব ইত্যাদি : রেডিওর শ্রোতাগোষ্ঠীর সাথে প্রশ্নপত্র, দলীয় আলোচনাসহ সব ধরনের পদ্ধতিতেই প্রায় বিনা খরচে প্রাথমিক গবেষণা করে অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যেতে পারে।

মাধ্যমিক গবেষণার (Secondary Research) জন্য নিম্নোক্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়

- বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বই-পুস্তক
- ইন্টারনেট
- প্রকাশনা
- গবেষণালব্ধ প্রকাশনা

এছাড়া নিজস্ব পর্যবেক্ষণ থেকেও গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুষ্ঠানের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন, অনুষ্ঠানের ধরন, ব্যাপ্তি, প্রচার, সময়, অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রোতাদের মতামত সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলো খুব সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

ভালো অনুষ্ঠান পরিকল্পনা নির্ভর করে ভালো গবেষণার ওপর। অনুষ্ঠানের বা গল্পের ফোকাস নির্ধারণের জন্য এবং এটা সঠিক কি-না তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজীয় তথ্য, সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে গবেষণা সহায়তা করে।

নিচের প্রশ্ন ও ছক ব্যবহার করে দলীয় আলোচনা পরিচালনা করে শ্রোতাদের তথ্য-চাহিদা সহজেই নিরূপণ করা যায়। এই তথ্য-চাহিদার ভিত্তিতে দুর্যোগ বিষয়ে কার্যকর শ্রোতাবান্ধব অনুষ্ঠান নির্মাণ করা সম্ভব।

১. এলাকায় প্রধান দুর্যোগগুলো কী কী তা জানা বা বোঝার জন্য নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা :

- ক. এলাকার দুর্যোগ ক্যালেন্ডার (কোন মাসে/সময়ে কী ধরনের দুর্যোগ দেখা দেয়)
- খ. জীবন-জীবিকা ও বসবাস কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? (প্রধান জীবিকাগুলো চিহ্নিত করতে পারলে ভালো। শিশু ও নারীরা কীভাবে বিপদগ্রস্ত হয় সে বিষয়ে আলোচনা করা)
- গ. সম্প্রতি কোনো দুর্যোগ হয়েছে কি-না?
- ঘ. হ্যাঁ হলে, এতে জীবন-জীবিকার কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে?

ছক-১

ক্রমিক নং	প্রধান দুর্যোগের তালিকা	অগ্রাধিকার অনুযায়ী র্যাংকিং

ছক-২

জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
দুর্যোগের ধরন					
জীবন-জীবিকা ও বসবাস কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? (যেমন বন্যায় ঘরবাড়ি নষ্ট হয়; নিরাপদ পানির উৎস, ল্যাট্রিন, ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইত্যাদি)					
দুর্যোগ অভ্যাস বা আচরণে কী ধরনের প্রভাব ফেলে (যেমন পানি দূষিত হলে মানুষ কোন উপায়ে নিরাপদ পানি সংগ্রহ করে, কীভাবে হাত ধোয়, নিরাপত্তাহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় তারা কোথায় বসবাস করে ইত্যাদি)					

কে/কারা সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত? (কৃষক, জেলে, গর্ভবতী মা ইত্যাদি)					
তারা কতটা জানেন বলে মনে করেন (তারা যদি যথেষ্ট জানেন বলে মনে করেন, তবে আলোচনা করুন কীভাবে তারা দুর্যোগের সময় সাড়া দেয়)। মান নির্ণয় করুন ১. ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয় (জানাশোনা আছে ও তা চর্চা করা হয়) ২. জানা আছে কিন্তু, বাস্তবায়নে চর্চা/ অভ্যাস নাই ৩. অল্প জানা আছে, আরো জানা দরকার ৪. জানা নেই এবং প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না					
তথ্য-চাহিদা (বন্যা-সহনশীল বাড়ি নির্মাণ, মৌলিক/প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপসমূহ, উন্নত জাতের ফসল চাষ, ঋতুকালীন স্বাস্থ্যাভ্যাস ইত্যাদি)					

২. এই মুহূর্তে কী ধরনের তথ্য-চাহিদা রয়েছে? (ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তথ্যও এক ধরনের সাহায্য যা দুর্যোগের প্রস্তুতি ও প্রতিরোধে সহায়তা করে)

ক. জেডার এবং বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর তথ্য-চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে (যাতে প্রতিবন্ধী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়)। উদাহরণস্বরূপ, নারীদের কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় আছে যা তাদের জানা দরকার (কীভাবে স্বাভাবিক ও দুর্যোগের সময়ে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা করবে) বা শিশুদের (দুর্যোগের সময় কী ধরনের পুষ্টি দরকার, কোথায় গেলে টিকা দেওয়া যাবে, গর্ভবতী মায়েরা সহায়তা পেতে কোথায় যাবেন ইত্যাদি) অথবা কৃষকরা কীভাবে পুনরায় চাষাবাদ শুরু করবে, কোন্ জাতীয় শস্য রোপণ করবে, স্থানীয়ভাবে কোথায় সহায়তা পাওয়া যাবে ইত্যাদি।

খ. বর্তমান আচরণ বোঝা (ছক ১ ও ২ অনুযায়ী)

- দুর্যোগ ছাড়া এলাকার জনগোষ্ঠী বর্তমানে কী ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করছেন (এটি হতে পারে, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবন জীবিকা, শিক্ষা)
- জনগণ এসব বিষয়ে নিজেরা কতটা জানেন বলে মনে করেন
- বর্তমানে তারা এমন কোন চর্চা করেন কি-না যা ঝুঁকিপূর্ণ/নিরাপদ/ অস্বাস্থ্যকর

লাইফলাইন অনুষ্ঠানের ধারণা

অধ্যায় দুই

এই অধ্যায়ে লাইফলাইন বা জীবন রক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ধারণা, গতানুগতিক অনুষ্ঠান ও লাইফলাইন অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য, দুর্যোগের সময় এবং পরে বিপর্যস্ত মানুষের তথ্য চাহিদা, দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার এবং বার্তা কীভাবে দিতে হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



লাইফলাইন বা জীবন রক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো জনগণকে দুর্যোগকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তাদের জীবন ও জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং দুর্ভোগ কমানো। দুর্যোগের সময় গণমাধ্যম জীবন রক্ষাকারী তথ্য দিয়ে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পারে। দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষ অসহায় বোধ করে।

এ সময় তারা নানা ধরনের আচরণ করে যেমন- বাকশক্তি হারিয়ে ফেলা; নির্বাক বা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা, আত্মহত্যার চেষ্টা, কান্নাকাটি, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো, আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া, হতবিস্বল হয়ে পড়া এবং অসহায় বোধ করা ইত্যাদি। লাইফলাইন অনুষ্ঠান এ রকম পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সাহস দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায়।

সাধারণ অনুষ্ঠান বনাম লাইফলাইন অনুষ্ঠান

প্রচলিত সংবাদ সংগ্রহ এবং রিপোর্টিং এর সাথে লাইফলাইন প্রোগ্রামের বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য আছে। লাইফলাইন অনুষ্ঠানে সরাসরি কাজে লাগে এমন তথ্য দেওয়া হয় যা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের তাৎক্ষণিক কাজে লাগাতে পারে। কী ঘটেছে তার চেয়ে আক্রান্ত মানুষের কী প্রয়োজন এবং তা কোথায় ও কীভাবে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে তথ্য প্রদান করা অনেক জরুরি। বিষয়ের মধ্যে থাকতে পারে- নিরাপত্তা, খাবার, পানি, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, হাইজিন, ট্রমা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার

মূলনীতিগুলো একই থাকবে। তথ্যের সঠিকতা, পক্ষপাতহীনতা, প্রাসঙ্গিকতা, সম্পাদকীয় সততা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আরো গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও উপস্থাপন করতে হবে। যারা দুর্যোগ আক্রান্ত নন তাদের কাছে এ ধরনের তথ্য নীরস বা গুরুত্বহীন মনে হতে

পারে। কিন্তু যারা দুর্যোগের মধ্যে আছেন, রোগবালাইয়ের ঝুঁকিতে আছেন, পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন, এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের জন্য এসব তথ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দৃষ্টান্ত : ব্যবহারিক লাইফলাইন তথ্য
গতানুগতিক সংবাদ এবং লাইফলাইন তথ্যের পার্থক্য

সংবাদ :

“ত্রাণ বিতরণে বিশৃঙ্খলা...ত্রাণ কি সঠিকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে...?
প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ত্রাণ-সামগ্রি আছে কি...?”

উপরের সংবাদে দুর্যোগে আক্রান্তদের জন্য কীভাবে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে কাজে লাগানোর মতো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই।

লাইফলাইন তথ্য :

“ত্রাণসামগ্রী পেতে হলে আপনার প্রয়োজন কার্ড/ভাউচার, আপনি আপনার নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ওমুক জায়গায়...ভাউচার/কার্ড ক্রয়-বিক্রয় করা যায় না বা এটা নিয়ে ব্যবসা করা যায় না...ত্রাণ বিতরণের খাবার সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে শুকনো চিড়া, গুড়, পানি...ইত্যাদি”

উপরের লাইফ লাইন তথ্য থেকে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী কোথায় কোন্ প্রক্রিয়ায় কী পরিমাণ ত্রাণ সহায়তা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা পেতে পারে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। একই সাথে উপরোক্ত তথ্য দুর্নীতি রোধেও সহায়তা করবে।

বিপর্যস্ত মানুষের তথ্য-চাহিদা

‘ বিপর্যস্ত মানুষের জন্য
কী ধরনের তথ্য
প্রয়োজন তা দুর্ভোগের
ধরন, প্রকৃতি ও ভয়াবহতার
উপর নির্ভর করে। বিপন্ন
মানুষদের এই মুহূর্তে কী
ধরনের তথ্য জানানো
দরকার তা নির্ধারণের সহজ
উপায় হলো শ্রোতাদের কাছ
থেকে সরাসরি জানা বা মাঠ
পর্যায়ে দ্রাণ তৎপরতায়
নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি বা
প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছ
থেকে জেনে নেওয়া।
দুর্ভোগের বিভিন্ন পর্যায়ে
মানুষের তথ্য-চাহিদা
সম্পর্কে নিচে আলোচনা
করা হয়েছে। ’



দুর্ভোগের ঠিক পরবর্তী সময়

এ সময়ে সাধারণত পরিবেশ অনেকটা নিয়ন্ত্রণহীন থাকে। সংগঠিত কোনো দ্রাণ তৎপরতা দেখা যায় না। এই সময় আক্রান্ত জনগণ কেবল তার চারপাশে যা দেখতে পায় সে সম্পর্কে বলতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম দুর্ভোগের প্রকৃতি, ভয়াবহতা এবং এ থেকে রক্ষা পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় কী হতে পারে সে সম্পর্কে জনগণকে জানিয়ে তাদের সহযোগিতা করতে পারে। দুর্ভোগ আক্রান্ত জনগণ এ সময় যেসব তথ্য জানতে চাইতে পারে -

- কী ঘটেছে ?
- কেন ?
- কোথায় ?
- এখন বিপদের মাত্রা ও ধরন কেমন ?
- কীভাবে আমি এবং আমার পরিবারকে রক্ষা করতে পারি ?
- বর্তমানে যেখানে আমি আছি সেখানে অবস্থান করাটা কতটা নিরাপদ ?
- কী ধরনের সহযোগিতা বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে এবং তা কোথা থেকে পাওয়া যাবে?
- কতক্ষণ পর্যন্ত এই সংকট থাকতে পারে ?
- কোথায় আমি আরও তথ্য পেতে পারি ?
- ট্রমায় আক্রান্ত শিশুদের সহায়তায় আমি কী করতে পারি ?

দুর্যোগ শেষ হওয়ার কিছুদিন পর

এ পর্যায়ে হয়তো দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তাদের প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে কিছুটা সংগঠিত হয়েছে এবং কিছু নির্দিষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা চলমান রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ত্রাণ সহায়তা হয়তো এসে পৌঁছেছে। যদিও বড় আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর ত্রাণ পৌঁছাতে এবং তাদের কার্যক্রম শুরু করতে এক-দুই সপ্তাহ লেগে যেতে পারে।

এক্ষেত্রে শ্রোতাদের জন্য মূল প্রশ্নগুলো হতে পারে—

- কী খাদ্য/পানীয়/আশ্রয় পাওয়া যাচ্ছে এবং সেগুলো আমি কীভাবে পাব?
- সাহায্য সংস্থাগুলো যে সহযোগিতা দিচ্ছে তা পেতে আমি কীভাবে নিবন্ধিত হবো? (যদি নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়)
- কী ধরনের চিকিৎসা সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে এবং সেগুলো পেতে হলে আমাকে কোথায় যেতে হবে?
- কোন্ কোন্ সংস্থা সাহায্য করছে? তাদের কীভাবে চেনা যাবে? তারা কী কী সাহায্য দিচ্ছে?
- এখন কী ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে? কীভাবে আমরা এসব ঝুঁকি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবো?
- এখন কী ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে? কীভাবে এই ঝুঁকি আমরা কমাতে পারি?
- আমার পরিবারের একজন সদস্য নিখোঁজ রয়েছে, তাকে খুঁজে পেতে কী করবো?
- যোগাযোগের কোন্ মাধ্যমগুলো/সুবিধাগুলো এখন সচল আছে?
- কোন্ কোন্ রাস্তাঘাট খোলা আছে?

সতর্কতা

ভুল তথ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সংবাদ প্রতিবেদনে/অনুষ্ঠানে তথ্য ভুল এবং অসম্পূর্ণ হলে গণমাধ্যম তাদের শ্রোতা হারাতে, শ্রোতাদের আস্থা হারাতে। শুধু তাই নয়, এতে দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণ আরো বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। উদাহরণ: যদি বলা হয় আগামীকাল ত্রাণ পৌঁছাবে এবং বিতরণ করা হবে, অথচ ত্রাণ আসতে হয়তো আরো দুই-তিনদিন লাগতে পারে। এরকম বিভ্রান্তিকর তথ্য মানুষকে বিপর্যয়ে ফেলতে পারে, এ ধরনের তথ্য প্রচার করা হলে শ্রোতার গণমাধ্যমের উপর বিশ্বাস হারাতে পারে।

যদি কোনো ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে, তবে যত দ্রুত সম্ভব তা সংশোধন করে বার বার প্রচার করতে হবে। সেই সাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা এজেন্সিকে তা জানাতে হবে যেন তারা তা প্রচার করতে পারে এবং মানুষের দুর্ভোগ যথাসম্ভব কমাতে পারে। অন্য উৎস থেকে কোনো গুজব ছড়ালেও তা শুধরে দিয়ে দ্রুত মানুষকে সঠিক তথ্য দিতে হবে।

ভুল তথ্য হতে পারে মানুষের মৃত্যুর কারণ

২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর বরগুনায় একটি গুজব ছড়ায় যে, সুনামি আঘাত হানবে, সব কিছু তলিয়ে যাবে। গুজবের ফলে আতঙ্কিত মানুষ ছোটোছুটি করে আশ্রয় নিতে গেলে পদদলিত হয়ে আটজন নিহত হয়। পরে শহরে মাইকিং করে সঠিক তথ্য প্রচার করায় মানুষের আতঙ্ক কাটে। কমিউনিটি রেডিও থাকলে এক্ষেত্রে সহজে সঠিক তথ্য বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে প্রচার করতে পারতো।

২০১৩ সালে ঘূর্ণিঝড় মহাসেনের সময় কমিউনিটি রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আগে থেকেই বরগুনায় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সকল ধরনের যোগাযোগ থেকে দুর্বোনের মুখোমুখি জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে সময় জেনারেটর ব্যবহার করে কমিউনিটি রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে এবং সিগন্যালসহ দুর্বোনের সতর্কতামূলক খবর দিতে থাকে। ফলে মানুষ সময় মতো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারে এবং তাদের প্রাণ রক্ষা পায়। সে সময় রেডিও সিগন্যালের বাইরে আট ব্যক্তি নিহত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র

রেডিও লোকবেতার, বরগুনা

দুর্যোগ শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ বা মাস পর

পুনরুদ্ধার বা পুনর্নির্মাণের মতো দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলো যেমন – ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, ঘরবাড়ি নির্মাণ, আহতদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান এবং জীবন-জীবিকার মতো বিষয়সমূহ তুলে ধরতে হবে। এ সময় দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং কী ধরনের সহায়তা তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পাওয়া যাচ্ছে সে সব তথ্য জানতে চায়।

জবাবদিহিতার প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ : এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি কর্মতৎপরতা কতটা জনগণের চাহিদা মেটাচ্ছে, দান-অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে কি-না এ বিষয়গুলো দেখা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন নিয়ে সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিষয় সম্পর্কে সরাসরি জানতে চাওয়া যেতে পারে।

ত্রাণ কাজ চলাকালীন

অনুষ্ঠানকর্মীদের ত্রাণ তৎপরতা বিষয়ে সঠিক খোঁজখবর রাখা এবং প্রক্রিয়ার সাথে জড়িতদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কী ঘটছে সে বিষয়ে শ্রোতাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য চিহ্নিত করতে যত দ্রুত সম্ভব আন্তর্জাতিক ও দেশি সংস্থাসমূহ ও সরকারি প্রতিষ্ঠাগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। আদর্শগতভাবে, সাহায্য সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনগণকে প্রকৃত তথ্য দিতে রাজি হবে। এক্ষেত্রে রেডিওর পক্ষ থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ ও এর যথার্থতা, পক্ষপাতহীনতা এবং নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে সম্প্রচার করতে হবে। দুর্যোগের সময় নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াতে থাকে। কী ধরনের ত্রাণ বা সাহায্য আসছে, কীভাবে পাওয়া যাবে এ ধরনের তথ্যের জন্য জনগণ মুখিয়ে থাকে। তথ্যের অভাবে অনুমাননির্ভর নানা অবাস্তব তথ্য ছড়াতে থাকে।

এরকম পরিস্থিতিতে ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত ও সমন্বয়কের দায়িত্বে আছেন এরকম ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে। তাঁকে বোঝাতে হবে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হলে তা ত্রাণ কার্যক্রমকেই সহায়তা করবে। প্রায়শই গণমাধ্যমকে দুর্যোগবিষয়ক তথ্য দেওয়া হয়, কিন্তু তাদেরকে বোঝাতে হবে লাইফলাইন অনুষ্ঠানের জন্য সে সব তথ্য দরকার যা তাদেরকে জীবন রক্ষায় সহায়তা করবে। যারা সরাসরি মাঠ পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত তাদের সাথে যোগাযোগ করলে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার

দুর্যোগ বিষয়ে এলাকার কিছু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে রাখলে তা রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণে যেমন ভূমিকা রাখতে পারে একইভাবে এসব তথ্য প্রচারিত হলে তা দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি ও দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ দেখা দেয়। ফলে কখন শুরু হয়েছিল এবং কখন শেষ হয়েছিল, বন্যার ক্ষেত্রে কতটুকু পানি উঠেছিল ও কতদিন স্থায়ী ছিল, ঝড়ের ক্ষেত্রে গতিবেগ কেমন ছিল, কত সময় স্থায়ী ছিল, কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, কোন্ কোন্ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কীভাবে সাহায্য করেছিল এসব তথ্য প্রচারিত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করতে সুবিধা হয়। যেমন –

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন : এই অঞ্চলে কোন্ দুর্যোগ বেশি হয়। দুর্যোগের ভয়াবহতা, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্তদের অবস্থান, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও সম্ভাব্য সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে না পারলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায় না। এসব বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রচার করতে পারলে তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে।

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : সাধারণত দুর্যোগ কোন সময় হয়ে থাকে, কতদিন স্থায়ী হয়ে থাকে, কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, এলাকার মানুষের কী সামর্থ্য আছে, স্থানীয় সম্পদের পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য পেলে পূর্বপ্রস্তুতি নিতে সুবিধা হয়।

দুর্যোগকালীন উদ্ধার কাজ : দুর্যোগকালীন কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, দুর্যোগের তাণ্ডব বা ভয়াবহতা, ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুল, ডাক্তার খানা, ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদির ধারণক্ষমতা, এলাকার স্বেচ্ছাসেবী যুবক শ্রেণি ও রেড ক্রিসেন্ট এর ইতিবাচক আচরণ, নৌকা ভ্যানগাড়ি ইত্যাদির সংখ্যা ও মালিক সম্পর্কে তথ্য থাকলে দুর্যোগ চলার সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া ও উদ্ধারকার্য সহজ হয়।

দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন : দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ কাজ পরিচালনার জন্য দরকার, এলাকার ধনী ব্যক্তি ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা, যারা আগের দুর্যোগে সাহায্য করেছেন। ধনী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কে কী পরিমাণ সাহায্য করেছে, ইউনিয়ন পরিষদ কীভাবে সাহায্য করে ইত্যাদি জানা থাকলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ সহজ হয়। তাছাড়া ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্য এই সকল সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসকে সরবরাহ করতে পারলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে।

বিভিন্নভাবে দুর্যোগসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তবে নিচের ক্ষেত্রগুলি উল্লেখযোগ্য—

- সংশ্লিষ্ট এলাকার বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও নারী
- রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র
- দুর্যোগের উপর কাজ করে এমন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- দুর্যোগবিষয়ক পত্রিকা
- ইউনিয়ন পরিষদ
- উপজেলা পরিষদ
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান
- রেড ক্রিসেন্ট অফিস
- যে সকল ক্লাব বা সেবা প্রতিষ্ঠান দুর্যোগে সহায়তা করেছে
- হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র
- ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী

বার্তা কীভাবে দিতে হবে

রেডিও অনুষ্ঠানের প্রধান কাজ হলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে কার্যকরভাবে শ্রোতাদের কাছে বার্তা বা মেসেজ পৌঁছানো। এটা কখনো সরাসরি তথ্য প্রচারের মাধ্যমে হতে পারে, কখনো বিনোদনমূলক (গান, নাটক) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হতে পারে, কখনো শ্রোতাদের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে (কল-ইন অনুষ্ঠান) হতে পারে। কার্যকর বার্তা প্রচারের প্রধান শর্ত হচ্ছে প্রেরক (রেডিও) ঠিক যে অর্থে বার্তাটি প্রচার করছেন, প্রাপকও (শ্রোতা) ওই বার্তা থেকে ঠিক একই অর্থ অনুধাবন করছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করছেন। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সেটাকে ফলপ্রসূ যোগাযোগ বলা যায় না। তাই কার্যকরভাবে শ্রোতাদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

– বার্তা বার বার বলা

মূলবার্তা বা তথ্য বার বার বলা দরকার, বিশেষ করে দুর্যোগের শুরু দিকে। মনে রাখতে হবে মানুষ যখন দিশেহারা তখন তারা কোন কিছু মনে রাখতে পারে না।

– সহজভাবে বলা

সহজ ও স্পষ্ট করে বলা যাতে যে কেউ বুঝতে পারে। মনে রাখতে হবে এই সময় নানা রকম বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই আপনার দেওয়া তথ্য তাদের বিভ্রান্তি দূর করে সঠিক করণীয় ঠিক করতে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে একই তথ্য আঞ্চলিক ও প্রমিত দুই ভাষা ব্যবহার করে দেওয়া যেতে পারে।

– কী করতে হবে সেভাবে এবং সেধরনের তথ্য দেওয়া প্রয়োজন। প্রায়শই জরুরি মানবিক সহায়তা গ্রহণকারীরা সাহায্য পাওয়ার আসায় দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারলে তাদের এই দুর্দশা লাঘব হতে পারে। তারা সহজে ত্রাণ সহায়তা পেতে পারে যদি তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া যায়।

– জনগণকে উৎসাহিত করা যাতে তারা এসব জরুরি তথ্য তাদের পরিবার-পরিজনসহ কমিউনিটির অন্যদেরকে জানায়।

– জনগণকে আরও প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য প্রদান করা।

– তথ্য দিয়ে কখনও দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণকে বিচলিত না করা। এটি তাদের বিপদ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। এ সময় তাদের সাহস যোগানো এবং প্রকৃত তথ্য দিয়ে সহায়তা করা দরকার।

– তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সবসময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠীর কথা আলাদাভাবে বিবেচনা করা এবং তাদের জন্য করণীয় বিষয়ে বিশেষ তথ্য দেওয়া, কারণ তাদেরকে যে কোনও মানবিক বিপর্যয়ের সময় ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। সাধারণ তথ্য তাদের জন্য যথেষ্ট না।

– তথ্য প্রদানের সময় তথ্য সূত্রের উপর জোর দেওয়া। দুর্যোগকালীন সংকটের সময় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং নানা ধরনের গুজব ছড়াতে পারে। কাজেই তথ্য প্রদানের সময় তা ক্রস-চেক বা যাচাই করে নিতে হবে এবং তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা জানিয়ে দিতে হবে যাতে কোন বিভ্রান্তি তৈরি না হয়।

– যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বা সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে তাদের পরিচয় এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে এবং এমন কোন বিষয় তার কাছে জানতে চাওয়া যাবে না যে বিষয়ে তার ধারণা বা অভিজ্ঞতা নেই।

– সমষ্টিগত ধারণা তৈরি করা দরকার যেন বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী নিজেদের একা এবং বিচ্ছিন্ন মনে না করে। এধরনের ধারণা তাদের দুর্ভোগ কমাতে সহায়তা করবে।

– আশার কথা শোনানো জরুরি দরকার। রেডিওতে দৃঢ় ও সহানুভূতিশীল কণ্ঠস্বরে উৎসাহব্যাঞ্জক কথা মানুষকে অনেক সাহস যোগাতে পারে।

সফল যোগাযোগের
জন্য বার্তার বৈশিষ্ট্য





কল-ইন রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণ

অধ্যায় তিন

স্টেশন থেকে ফোন ভয়েসের মাধ্যমে সরাসরি দুর্যোগবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করার বিভিন্ন বিষয়, স্ক্রিপ্ট লেখার সাধারণ নিয়ম, উপস্থাপনা, মাইক্রোফোন ব্যবহার, মৌলিকভাবে গল্প বলার নিয়ম, অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করে ভালো রেডিও লাইভ অনুষ্ঠান করা সম্ভব।

কল-ইন বা লাইভ অনুষ্ঠান নির্মাণে করণীয়

বিষয় ঠিক করা এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া

শুরুতেই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ও শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী সময়েপযোগী বিষয় ঠিক করে সে বিষয়ে আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। অনুষ্ঠানের কাঠামো ঠিক করে অর্থাৎ অনুষ্ঠানের আধেয় কী থাকবে, সে অনুযায়ী আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি নিয়ে নিতে হবে। অনুষ্ঠানে যিনি বা যারা অতিথি হিসেবে থাকবেন তাদেরকেও আগে থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানাতে হবে। কারিগরি বিষয়গুলোও টিমে বসে ঠিক করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, লাইভ অনুষ্ঠানে ভুল সংশোধনের সুযোগ কম থাকে। যে বিষয়ে অনুষ্ঠান হবে সে বিষয়ের প্রাথমিক তথ্য ও সচেতনতামূলক কিছু সাধারণ বার্তা

আগে থেকেই তৈরি করে রাখতে হবে। অনুষ্ঠানের মাঝে স্ক্রিপ্ট/অনুষ্ঠানের কাঠামো অনুযায়ী সে সব প্রচার করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় রেডিওর নিয়মিত শ্রোতা বা শ্রোতাসংঘ/ক্লাবের কিছু সদস্যকে আগাম অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানিয়ে রাখা এবং অনুষ্ঠানের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে জনসাধারণ বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারে। এতে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও অতিথিদের আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারেন এবং যথাযথভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। দুর্যোগপূর্ব এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে এটি সহজে করা গেলেও দুর্যোগ চলাকালীন এটি সম্ভব নাও হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, একজন শ্রোতা কেবল নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর মধ্যেই প্রশ্ন সীমাবদ্ধ রাখতে না-ও পারেন। কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে সে বিষয়ে আগাম প্রস্তুতি রাখা ভালো। তবে কোনো অবস্থাতেই ভুল তথ্য প্রদান করা যাবে না। তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর জানা না থাকলে সেটি স্বীকার করা এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানে সে বিষয়ে আলোচনার আশ্বাস দিতে হবে। অথবা কোথায় যোগাযোগ করলে সে বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা যাবে সেটি জানা থাকলে তা বলে দেওয়া যেতে পারে।

অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট তৈরি করা

বিষয় ঠিক করার পর সে অনুযায়ী অনুষ্ঠানের কাঠামো এবং স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট লেখার সাধারণ নিয়ম মেনে এবং অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে। স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে গেলে উচ্চারণ করে পড়ে জড়তামুক্তভাবে পড়া যায় কি-না দেখে নেওয়া ভালো।

অনুষ্ঠান শুরু করা

শুরুতেই শ্রোতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ অতিথিকে শ্রোতাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা এবং সরাসরি ফোন করার আমন্ত্রণ জানানো। ফোন নম্বরটি কিছুটা ধীরে অন্তত দুইবার বলা

যেন শ্রোতারা সেটি মনে রাখতে বা লিখে রাখতে পারেন।

শুরুটা যেন খুব দীর্ঘ না হয় সেটি খেয়াল রাখা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মূল অনুষ্ঠানে চলে যাওয়া যাতে অনুষ্ঠান বুকে না পড়ে বা শ্রোতারা বিরক্ত না হন।

শ্রোতার নাম পরিচয় জেনে তাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা

প্রথমেই যিনি কল করেছেন তাকে আন্তরিক-ভাবে গ্রহণ করে তার নাম, পেশা/পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করতে অনুরোধ করা। সহজ করে জানতে চাওয়া - ‘দয়া করে আপনার নাম বলুন। ‘আপনি কী কাজ করেন বা কোথায় কাজ করেন?’ যদি প্রশ্নকর্তা এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েই শুরু করেন, তাহলে তাকে কল করার জন্য ধন্যবাদ দিন। প্রশ্ন বোঝা না গেলে আবার বলতে বলুন। প্রয়োজনে তাকে সহায়তা করুন। ‘আপনি কী/ কোন বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন?’ অথবা ‘আপনি কোন্ সমস্যার সমাধান জানতে চাচ্ছেন?’ প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষায় আবার প্রশ্ন করুন।

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলে বা প্রশ্ন বুঝতে না পারলে বিরক্ত না হওয়া এবং গুছিয়ে বলতে অনুরোধ করা

বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন প্রশ্ন আসতে পারে। এতে বিরক্ত হওয়া যাবে না। বিষয়টি জানা থাকলে সংক্ষেপে বলুন। অথবা আন্তরিকতার সাথে তাকে জানান, আজকে অন্য বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অনুষ্ঠান হলে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে। আগেই বলা হয়েছে, প্রশ্ন বুঝতে না পারলে গুছিয়ে বলতে অনুরোধ করুন। যেমন - “প্রিয় শ্রোতা, আপনি কি প্রশ্নটি আবার করবেন?”

সাবলীলভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

সহজ করে তথ্য জানান এবং প্রশ্নের উত্তর দিন। টেকনিক্যাল শব্দ বা জারগন ব্যবহার করতে হলে ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করুন, যাতে সকল শ্রেণির শ্রোতা সহজে বুঝতে পারে। সহজ ও বহুল ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করুন

যাতে জড়তামুক্তভাবে বিষয়টি বর্ণনা করা যায়। যিনি অতিথি হিসেবে থাকবেন তাঁকেও অনুষ্ঠান শুরু আগের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলুন। অনুষ্ঠান চলার সময়েও তাঁকে সহায়তা করতে পারেন।

স্টেশনের বাইরে থেকে সম্প্রচার হলে রেডিওর সাউন্ড কমিয়ে নেওয়া

শ্রোতাদের অনুরোধ করা যেন ফোন কল করার সময় তাদের রেডিওর ভলিউম কমিয়ে নেন।

কল-ইন বা লাইভ অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি

অনুষ্ঠানের দৈর্ঘ্য কত হবে এটি অনেকটা নির্ভর করে ঐ রেডিও স্টেশন কতক্ষণ অনুষ্ঠান সম্প্রচার

করে তার উপর। তবে সাধারণ সময়ে লাইভ অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তি ৪০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে। দুর্যোগকালীন সময়ে এটি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ঠিক করা ভালো। এ ধরনের অনুষ্ঠান মাসে অন্তত তিনটি হওয়া উচিত এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সম্প্রচার হওয়া উচিত।

লাইভ অনুষ্ঠানটি পরের দিন অন্য সময়ে পুনঃপ্রচার করা যেতে পারে যাতে যাঁরা সেসময় অনুষ্ঠানটি শুনতে পারেননি, তাঁরা পরে তা শুনতে পারেন।

কল-ইন অনুষ্ঠানের ফ্লো চার্ট

১ আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক গবেষণার মাধ্যমে শ্রোতাদের চাহিদা নিরূপণ ও অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ঠিক করা।

২ বিষয়বস্তুর আলোকে স্ক্রিপ্ট তৈরি করা।

৩ বিষয় বিশেষজ্ঞ ঠিক করা এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁকে ধারণা দেওয়া। সম্ভাব্য প্রশ্নের একটি তালিকা আগে থেকেই তাঁকে দেওয়া, যাতে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারেন।

৪ স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে মাঠ প্রতিবেদন বা নাটিকা তৈরি রাখা যা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে। এছাড়া বিষয়বস্তুর উপর কিছু মূলবর্তী তৈরি রাখা, যা লাইভ অনুষ্ঠানের মাঝে প্রচার করা যায়।

৫ অনুষ্ঠানের প্রচারসূচি জানিয়ে দেওয়া এবং প্রচারণা চালানো। শ্রোতাক্লাবের মাধ্যমেও প্রচার করা যায়।

৬ শ্রোতাদের সরাসরি ফোন করার অনুরোধ জানিয়ে স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী অনুষ্ঠান শুরু করা এবং ফোন নম্বর জানিয়ে দেয়া। মাঠ প্রতিবেদন, নাটিকা বা অতিথির সাথে সরাসরি আলাপচারিতার মাধ্যমেও অনুষ্ঠান শুরু হতে পারে।

৭ উপস্থাপক ফোন কল গ্রহণ করবেন এবং অতিথি সহজ ও সংক্ষেপে উত্তর দেবেন। অতিথির উত্তর জটিল মনে হলে উপস্থাপক দৃষ্টান্তসহ সহজ করে বলতে অনুরোধ করবেন। উত্তর যেন দীর্ঘ না হয় উপস্থাপক খেয়াল রাখবেন এবং প্রয়োজনে নতুন/সম্পূরক প্রশ্ন করবেন।

৮ পুরস্কারের ঘোষণা, অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত জানাতে অনুরোধ এবং আগামী অনুষ্ঠানের সূচি জানিয়ে এবং অনুষ্ঠান শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করা। শেষ করার আগে উপস্থাপক মূলবর্তীগুলো আরেকবার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেবেন। সেজন্য অনুষ্ঠান চলাকালীন তাকে নোট নিতে হবে।

প্রচার সময়

সম্প্রচার সময় কখন হলে ভালো হয় এটিও রেডিও স্টেশন এবং এলাকাভেদে ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণভাবে প্রচার সময় বিকেল থেকে সন্ধ্যার আগে বা সন্ধ্যার পরে হতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রোতা জরিপ করে নেওয়া ভালো। দুর্যোগকালীন সময়ে যখন প্রয়োজন তখনই লাইভ অনুষ্ঠান প্রচার করতে হয়। নারী শ্রোতাদের জন্য ভালো সময় হলো দুপুরের পরে, যখন তারা রান্না-বান্না ও খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুটা অবসর পান। সপ্তাহে দু'দিন অনুষ্ঠান হলে অন্তত একদিন নারীদের জন্য তাদের সুবিধামতো সময়ে অনুষ্ঠান প্রচার করা যেতে পারে।

অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করা

অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রোতারা না জানলে তারা অনুষ্ঠান শুনবে না। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব, কখন এবং কোন্ ফ্রিকোয়েন্সিতে সম্প্রচার হয় সে বিষয়ে শ্রোতাদের জানানোটা গুরুত্বপূর্ণ। দুই উপায়ে শ্রোতাদের জানানো যায়। প্রথমত অনুষ্ঠানের ভেতরে প্রমো প্রচারের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত অনুষ্ঠানের বাইরে প্রচার চালানো।

প্রচার নানাভাবে চালানো যায়। পোস্টার, লিফলেট বিতরণ করে, হাট-বাজার, চায়ের দোকান, যেখানে সম্ভাব্য শ্রোতাদের সমাগম ঘটে সেখানে গান-বাজনা, নাটকের আয়োজন করে লোক সমাগম ঘটিয়ে অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রচার চালানো যায়। স্কুল-কলেজে এবং শ্রোতাক্লাবের মাধ্যমেও কার্যকরভাবে অনুষ্ঠানের প্রচার করা যায়। মাইকিং করেও প্রচার চালানো যায়। এছাড়া ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক মাধ্যমেও প্রচারণা চালানোর কার্যকর কৌশল। মনে রাখতে হবে, অনুষ্ঠান যত প্রয়োজনীয় ও যত ভালোই হোক না কেন শ্রোতারা সে অনুষ্ঠান না শুনলে কোন লাভ হবে না।

পোস্টার, লিফলেটসহ সকল প্রচার উপকরণে অনুষ্ঠানের নাম, প্রচার ও পুনঃপ্রচারের সময়, ফ্রিকোয়েন্সি, অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশগ্রহণের ফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য থাকতে হবে, যাতে শ্রোতারা অনুষ্ঠানের বিষয় মনে রাখতে পারে এবং এতে অংশ নিতে পারে। স্টেশনের সক্ষমতা ও আর্থিক জেগান বিবেচনায় নিয়ে প্রচারণার কৌশল ঠিক করতে হবে।

স্ক্রিপ্ট লেখার কিছু সাধারণ নিয়ম

ভালো রেডিও স্ক্রিপ্ট লেখার সময় অনেক বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে –

- প্রথমেই মনে রাখতে হয় এটি কানে শোনার জন্য লেখা হচ্ছে। অনুষ্ঠান উপস্থাপক বা প্রতিবেদকের বলা কথাটি একজন শ্রোতার কানে কেমন লাগছে তা ভাবতে হবে। পত্রিকার লেখা একজন পাঠক তার ইচ্ছামতো বারবার দেখতে ও পড়তে পারেন। কিন্তু রেডিওতে যে সময়কার অনুষ্ঠান বা সংবাদ সেসময় একবারই শোনা যায়, তাই শোনার সময় একটি শব্দ যদি না বোঝা যায় তাহলে রিপোর্টের বা অনুষ্ঠানে বলা কথার পুরো অর্থই পাল্টে যেতে পারে। তাই এমনভাবে লিখতে হবে যাতে শ্রোতা সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। মুদ্রণ মাধ্যমে যেমন পাঠোপযোগিতা (Readability), তেমনি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শ্রবণোপযোগিতার (Listenability) কথা বিবেচনা করতে হয়।
- বাক্য গঠন হতে হবে নির্ভুল ও যথার্থ, পরিষ্কার ও স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য।
- ভালো স্ক্রিপ্ট হবে সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত কিন্তু তাতে থাকবে প্রয়োজনীয় তথ্য। রেডিওর সংবাদ বুলেটিনে সময় কম থাকে। সেদিকটা বিবেচনা করে এবং প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্ক্রিপ্ট লেখা হয়।

- সবচেয়ে ভালো হয়, যেভাবে আমরা কথা বলি সেভাবে লিখতে পারলে। আনুষ্ঠানিক বা আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগ এড়িয়ে চলতে পারলে ভালো। জাতীয় মিডিয়ার জন্য প্রমিত বাংলা ব্যবহার করুন। তবে কমিউনিটি মিডিয়ার জন্য প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ কমিউনিটি রেডিওর প্রচার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
- স্ক্রিপ্ট একই শব্দ বারবার ব্যবহার না করাই ভালো। এতে একঘেঁয়েমি দূর হয় এবং ভাষায় বৈচিত্র্য আসে ও শুনতে ভালো লাগে। এর ফলে শব্দ সংখ্যাও কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়।

সম্প্রচার মাধ্যমে সংবাদ বিবরণী বা অনুষ্ঠান প্রচারের সময় সর্বনামের সুচিন্তিত প্রয়োগ করতে হয়। এখানে ‘তিনি’ ‘তারা’ বা ‘সে’ প্রভৃতি সর্বনামের যথেষ্ট ব্যবহার চলে না। কারণ এমন হতে পারে কোনো অনুষ্ঠান বা সংবাদ বিবরণীর মাঝপথে কোনো শ্রোতা শুনতে বসতে পারেন। তখন সেই শ্রোতার জন্য ব্যক্তির নামটি প্রয়োজন। তবে পাশাপাশি তাঁর পদমর্যাদাও বলা যেতে পারে। অবশ্য কোনো কোনো সময় নামের আগেও পদবি ব্যবহার করা যায়। যেমন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন...। তবে সংবাদে বৈচিত্র্য আনার জন্য একবার নাম, একবার সর্বনাম কিংবা পদবি উল্লেখ করা যেতে পারে।

লম্বা শব্দ ও বাক্য এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। জিহ্বায় জড়িয়ে যায়, উচ্চারণে সমস্যা হয় এমন সব শব্দ এড়িয়ে চলতে হয়। লম্বা বাক্য ব্যবহার না করে বাক্য ভেঙে ব্যবহার করলে এবং দুরূহ শব্দ পরিহার করলে অনুষ্ঠান সঞ্চালক বা সংবাদ পাঠকের জন্য পড়তে সুবিধা হয়, কথা জড়িয়ে যাওয়ার আশংকা কমে যায়। শ্রোতাও সহজে বুঝতে পারে। যেমন - ‘দুরূহ শব্দ’ না লিখে ‘সহজে উচ্চারণ করা যায় এমন শব্দ’ এভাবে লিখলে সহজে পড়া যায় এবং পাঠকের সাবলীলভাবে পড়তে সুবিধা হয়।

- একটি বাক্যে সাধারণত ১৭ শব্দের বেশি থাকা উচিত নয়। একসাথে সর্বোচ্চ ২৫ শব্দের বেশি শব্দের বাক্য চোখের ওপর চাপ পড়ে। আজকাল সর্বোচ্চ ১৭ শব্দের বাক্যকে আদর্শ বলে মনে করা হয়। রেডিওর কপিতে ১৩-১৪ শব্দের মধ্যে একটি বাক্য শেষ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- সাধারণত সম্প্রচার কপিতে ব্যক্তির নাম লেখার ক্ষেত্রে লম্বা নাম পরিহার করে যে নামে তিনি পরিচিত সেটা ব্যবহার করা উচিত। এতে স্ক্রিপ্ট শব্দ সংখ্যা কমে আসবে ও শুনতে সুবিধা হবে।
- নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বিদেশি নাম ও শব্দ পরিহার করা উচিত কারণ বিদেশি নাম ও শব্দ উচ্চারণ করা কঠিন। আর একান্ত যদি ব্যবহার করতেই হয় তবে সংশ্লিষ্ট কারও কাছে থেকে উচ্চারণ জেনে নিতে হবে।
- প্রয়োজন ব্যতীত স্ক্রিপ্টে বয়স, ধর্ম, বৈবাহিক অবস্থা উল্লেখ করা উচিত নয়, কারণ এগুলো ব্যক্তিগত তথ্য। একান্ততা (Privacy) সংরক্ষণের বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত।
- স্ক্রিপ্টে সবসময় বর্তমানকালে বাক্য রচনা করা হয় যাতে তাৎক্ষণিকতা বজায় থাকে।
- যতটা সম্ভব বর্ণনামূলক শব্দ ব্যবহার করা, যেমন - শ্রমিকরা লাল রঙের কাপড় মাথায় বেঁধে মিছিল করেন, ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে
- কথা বলার ছন্দ মাথায় রেখে রেডিও স্ক্রিপ্ট লেখা উচিত

- মূল বার্তা/বক্তব্য মনে রাখতে পুনরায় বর্ণনা শ্রোতার জন্য সুবিধা হয়
- লেখা শেষে ভয়েস রেকর্ড করার আগে উচ্চস্বরে স্ক্রিপ্টটি পড়ে নিলে ভালো। শুনতে কেমন লাগছে বোঝা উচিত। যদি শুনতে ভালো না লাগে তাহলে শ্রোতাদেরও ভালো লাগবে না। প্রয়োজন মনে করলে স্ক্রিপ্টে পরিবর্তন আনা উচিত।
- ভালো স্ক্রিপ্ট লিখতে হলে অনুশীলনের বিকল্প নেই। বারবার অনুশীলন করে নিজের ভুলগুলো যেমন ধরা যায়, তেমনি সহজ করে দ্রুত লেখা অভ্যাস করা যায়।

যে কোনো বিষয়ে স্ক্রিপ্ট লেখার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন -

- কেন আমি এটি লিখছি ?
- কেন আমার মনে হচ্ছে শ্রোতারা শুনবে? অথবা
- রেডিওতে কেন শুনবে?

উত্তরগুলো নিজের মনে নাড়াচাড়া করলে স্ক্রিপ্টটি আকর্ষণীয় করার উপায়গুলো পেয়ে যেতে পারেন।

উপস্থাপনা

- কণ্ঠস্বর ও বলার ধরন সাবলীল রাখা
- বন্ধুসুলভ, সহজ ও অনায়াস ভঙ্গিতে কথা বলা
- তীক্ষ্ণ বা খুব গম্ভীর স্বরে কথা না বলা (অস্পষ্ট শোনা যেতে পারে)
- আত্মবিশ্বাস ও জোর দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করা যাতে কণ্ঠে অনিশ্চয়তা বা দোদুল্যমানতা প্রকাশ না পায়
- সহজ ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলা, জোর দিয়ে বা কণ্ঠস্বর কাঁপিয়ে কথা না বলা। এতে আন্তরিকতা প্রকাশ পায়
- ভাষার ব্যবহার : সহজ ভাষা, প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার

মাইক্রোফোন ব্যবহার

- রেডিওর জন্য মাইক্রোফোন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রেডিওতে শব্দের মাধ্যমেই শ্রোতার সাথে যোগাযোগ করা হয়
- মাঠ পর্যায়ে রেকর্ডিং হলে প্রথমে এক কানে আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে জেনে নিন মাইক্রোফোনে কী শোনা যায়-এটি একটি কৌশল
- মাইক্রোফোন ব্যবহার কীভাবে হবে এটি নির্ভর করে মাইক্রোফোনের ধরনের উপর

তবে যে ধরনের মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হোক না কেন, সাধারণ নিয়ম হলো-

- অতিথি/বক্তা থেকে প্রায় এক বিঘত দূরে মাইক্রোফোন ধরা
- মুখের নিচে মাইক্রোফোন ধরা, এতে পপিং সাউন্ড হবে না
- সহজ, সাবলীল ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে মাইক্রোফোনে কথা বলা



মৌলিকভাবে গল্প উপস্থাপন

একটি গল্পে একটি চরিত্রকে মূল উপজীব্য করা হয় সে যে কোনো সমস্যা মোকাবিলা করে এবং সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসে। এটিই আফ্রিকান ব্যালাড থেকে শুরু করে শেক্সপিয়ার পর্যন্ত সকলের গল্প বলার মূলমন্ত্র। একটি ভালো রেডিও গল্পেও একই জিনিস করা হয়, শুধু বাস্তব সমস্যা এবং সমস্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিকে উপজীব্য করা হয়। এক্ষেত্রে শ্রোতার সহজেই মূল চরিত্রকে চিহ্নিত করতে পারে যে ঠিক তাদের মতই এবং একই ধরনের সমস্যাক্রান্ত।

বেশিরভাগ সময় জনসাধারণকে নিয়ে গল্পগুলো শ্রোতাদের কাছে মর্মস্পর্শী হয়।

গল্প সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা রেডিওর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ বন্ধুবান্ধবের কাছে তার জীবনে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা সুন্দর, বোধগম্য ও পরিষ্কারভাবে বলতে পারে, তাহলে বলা যায় সে গল্প বলতে সক্ষম। এটি শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান, সংবাদ প্রতিবেদন এবং নাটক সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

রেডিওর জন্য একটি গল্পের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে

উপাদান ১: কেন্দ্রীয় চরিত্র (অথবা নায়ক বা প্রধান অভিনেতা)- অধিকাংশ গল্পে একজন সহানুভূতিশীল চরিত্র থাকে যার প্রতি শ্রোতার আকৃষ্ট হয়। এই চরিত্রের দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে, তবে সার্বিকভাবে তার প্রতি শ্রোতার একটা ইতিবাচক অনুভূতি ধারণ করেন। গল্পে আরও চরিত্র থাকতে পারে। তবে তারা পার্শ্বচরিত্র।

উপাদান ২: চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা - কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনো সমস্যা মোকাবেলা করেন যা হতে তার জীবনের কোনো সমস্যা যার সাথে এলাকার অনেক জনগোষ্ঠীর সমস্যার মিল আছে। এটি হতে পারে, কেন্দ্রীয় চরিত্র দুর্যোগের মুখে পড়ে যখন দিশেহারা তখন কীভাবে সাহায্য সংস্থা বা ত্রাণকর্মীদের সহযোগিতায় উদ্ধার পেয়েছেন তার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা।

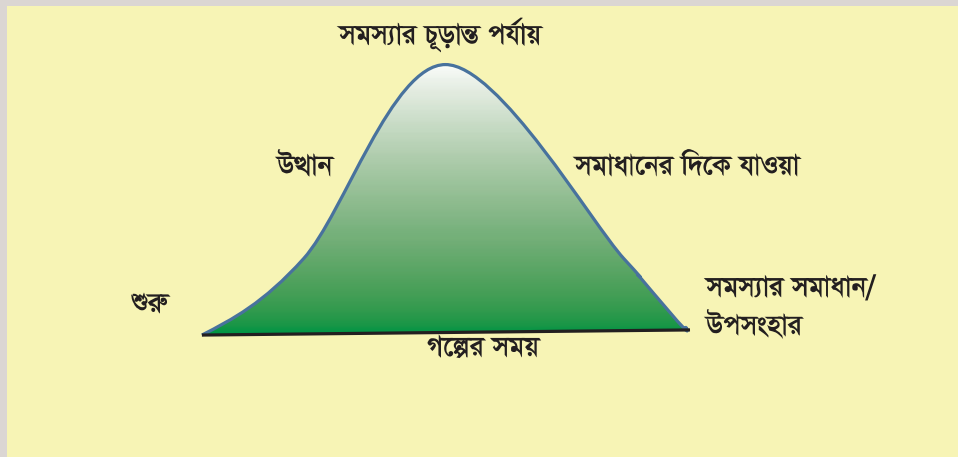
উপাদান ৩: উদ্যম বা চেষ্টা (কীভাবে চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবেলা করা হবে) - এটি গল্পের মাল-মসলা। এখানে কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য চরিত্রগুলো চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করে, যার যথোপযুক্ত বিস্তারিত বর্ণনা থাকে।

উপাদান ৪: সমাধান (উপসংহার বা চূড়ান্ত ফলাফল)- অবশেষে সমস্যার কীভাবে সমাধান হলো এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবনে এর প্রভাব কী পড়লো, কী হল?

গল্পের উপাদানগুলো একত্রে কীভাবে নাটকীয়তা তৈরি করে

- প্রধান চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ এমনভাবে গল্পে তুলে ধরা হয় যাতে শ্রোতাদের জন্য তা আকর্ষণীয় হয়
 - শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য হয় এমনভাবে প্রধান চরিত্রের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়
 - প্রধান চরিত্র যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন এবং তা মোকাবেলা করতে যে পদক্ষেপ নেন তা একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয় এবং
 - সমস্যার কীভাবে সমাধান হলো তার বর্ণনাসহ প্রধান চরিত্রের জীবনে তার কী প্রভাব পড়লো তা বলা হয়
- ভালো গল্প বক্তার সাথে শ্রোতার সংযোগ স্থাপন করে। গল্প বলার ক্ষেত্রে শ্রোতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যদি শ্রোতা গল্প না শোনে বা না বোঝে, তাহলে গল্প বলে লাভ কী?

ভালো গল্পের শুরু, মধ্যম ও শেষ থাকে। এতে যুক্তি ও যথাযথ কাঠামো থাকে। অনেকটা ছোট গল্পের মতো। শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে হয়, গল্প ও গল্পের চরিত্রগুলো বিকশিত করতে হয়, শীর্ষবিন্দু অথবা সিদ্ধান্তের একটি বিন্দু রাখতে হয় এবং অবশেষে একটি উপসংহার থাকতে হয়।





অধ্যায় চার

রেডিও সাক্ষাৎকার

এই অধ্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে সাক্ষাৎকারের ধাপসমূহ, অনুষ্ঠান উপস্থাপকের প্রস্তুতি, কীভাবে প্রশ্ন করবেন সেসব বিষয়ে দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করা হয়েছে।

‘সাক্ষাৎকার’ বলতে বোঝায় দুজন ব্যক্তির মধ্যকার যোগাযোগ বা আলাপ। ব্যক্তিত্বের একজন উপস্থাপক এবং অপরজন সাক্ষাৎকারদাতা। সাক্ষাৎকারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে উপস্থাপকের সাক্ষাৎকার পরিচালনা ও প্রশ্ন করার কৌশলের ওপর। কল-ইন অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য কথোপকথন বা প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপক অতিথির সঙ্গে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কথা বলেন, একই সঙ্গে উপস্থাপক শ্রোতাদের সঙ্গেও কথা বলেন। এ ধরনের কথোপকথনে মূলত সাক্ষাৎকারের নিয়মগুলো প্রয়োগ করা হয়। তাই উপস্থাপককে সাক্ষাৎকার বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শী হতে হয়ে। পরবর্তীতে সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হয়েছে।

একটি সাক্ষাৎকারে-

- ফোকাস স্পষ্ট থাকতে হয়
- দুর্বোক্তের মুখোমুখি হয়েছেন এরকম সত্যিকার মানুষের গল্প/সমস্যা বা সাফল্যের কাহিনি থাকে
- সরাসরি, আলাপচারিতার ভাষা এবং প্রশ্ন-উত্তর থাকে
- বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যথোপযুক্ত কণ্ঠস্বরের ব্যবহার থাকে

সাক্ষাৎকার

আপনি যখন উপস্থাপক বা সাক্ষাৎগ্রহণকারী

একজন ভালো সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী/উপস্থাপককে -

- গল্প/বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগে থেকেই জেনে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে
- সাক্ষাৎকার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে
- আক্রমণাত্মক না হয়েও দৃঢ়/আত্মবিশ্বাসী হয়ে কথা বলতে হবে
- ভাষা ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে
- মনে রাখতে হবে, সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর কাজ তথ্য দেওয়া, কাউকে মুগ্ধ করা নয়

একটি সাক্ষাৎকারে অবশ্যই একটি কাঠামো থাকবে

- শুরুতে সাক্ষাৎকার/গল্পের সূচনা, সাক্ষাৎপ্রদানকারীর পরিচয় প্রদান ও প্রথম প্রশ্নটি করা
- সাক্ষাৎকারের মাঝখানে দৃষ্টান্তসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দেওয়া এবং শেষে চূড়ান্ত/সর্বশেষ প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারটি গুটিয়ে আনা এবং ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা দেওয়া
- সাক্ষাৎকার শেষে শ্রোতা যেন অনুভব করেন একটি গল্প শুনলাম
- শ্রোতার যা শুনেছেন তা যেন পুনরায় বলতে বা মনে করতে পারেন

মৌলিক ধাপসমূহ

সাক্ষাৎকার শুরুর আগে -

- নিশ্চিত হতে হবে সাক্ষাৎকারের ফোকাস সুনির্দিষ্ট আছে কি-না
- যদি সাক্ষাৎকারের ফোকাস বা সাক্ষাৎকার কেন নেয়া হচ্ছে সে বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকে তবে সাক্ষাৎকারটি নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হবে

প্রথম প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ -

- সাক্ষাৎকার শুরুর আগে প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে ভাবা এবং সেটি সুস্পষ্টভাবে সাজানো দরকার
- এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে
- এর ফলে সাক্ষাৎকারদাতা সরাসরি সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর দিতে উৎসাহিত হন

প্রথম প্রশ্ন -

- সাক্ষাৎকারের মেজাজ ঠিক করা
- সাক্ষাৎকারদাতাকে উজ্জীবিত করা
- শ্রোতাদের গল্পের মধ্যে টেনে আনা
- সাক্ষাৎকারদাতা শ্রোতাদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন
- কে, কী, কখন, কোথায়, কেন এবং কীভাবে- এই ছয়টি 'ক' দিয়ে প্রশ্ন করলে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উত্তর পাওয়া যাবে দৃষ্টান্ত
- “এরপর কী ঘটেছিল?” বা “তারপর কী হলো?”
- “আপনার কেন এমন মনে হলো?”
- “আপনি কীভাবে এটি মোকাবেলা করলেন?”
- “বিষয়টি আপনার ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল?”
- “আপনি কী চান?”
- কেন? সবচেয়ে শক্তিশালী প্রশ্ন
- অনেকে “কেন” দিয়ে প্রথম প্রশ্নটি করতে পছন্দ করেন
- “কেন” প্রশ্নটি অনুপ্রেরণা তৈরি করে যা গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায়

- তবে “কেন” প্রশ্ন দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করার আগে পরিকল্পনা করে নিতে হবে শুরু থেকে শেষটা কীভাবে হবে
- “কী” এবং “কীভাবে” সবসময়ই প্রথম প্রশ্ন হিসাবে ভালো
- এই প্রশ্নগুলো সাক্ষাৎকারদাতা ও শ্রোতাদের উজ্জীবিত করে এবং “কেন” এর মত বড় প্রশ্ন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে
- সাক্ষাৎকারদাতা কী করেছিলেন/কী ঘটেছিল সেটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর “কেন” প্রশ্নটির মধ্য দিয়ে গল্পের ইতি টানা যায়

প্রশ্ন তৈরি করা

- প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর থাকে বা আবদ্ধ প্রশ্ন না করা
- “আপনার বয়সতো ৪০, তাই না?” এই প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না ছাড়া কিছু হবে না। বরং প্রশ্ন করা যেতে পারে “আপনার বয়স কত?”
- এই প্রকল্পটি আপনার এলাকায় দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখছে? না বলে প্রশ্ন করুন- প্রকল্পটি আপনার এলাকায় দুর্যোগ মোকাবিলায় কী ভূমিকা রাখছে?
- একসাথে একাধিক প্রশ্ন না করা



অধ্যায় পাঁচ

অনুষ্ঠানের আঙ্গিক

ন মু না ক্ষিপ্ত

এই অধ্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ে কল-ইন অনুষ্ঠানের নমুনা আঙ্গিক বা ফরম্যাট, নমুনা স্ক্রিপ্ট এবং বিষয়ভিত্তিক নাটিকার স্ক্রিপ্ট দেওয়া হয়েছে। এই ফরম্যাট ও স্ক্রিপ্ট থেকে অনুষ্ঠান নির্মাণের একটি ধারণা পাওয়া যাবে যা ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট রেডিও স্টেশন তাদের চাহিদা ও বিষয় অনুযায়ী সহজেই অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে পারবেন।

দুর্যোগ বিষয়ে কল-ইন রেডিও অনুষ্ঠানের নমুনা ফরম্যাট

বিষয়	ব্যাপ্তি/স্থিতি	মন্তব্য
প্রোগ্রাম আইডি, সিগনেচার টিউন	১০ সেকেন্ড	
শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও সূচনা বক্তব্য	২০ সেকেন্ড	এ সময় ফোন নম্বর বলে দেওয়া
অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ও কি কি থাকছে বলে দেওয়া	২০ সেকেন্ড	
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া/ স্বাগত জানানো	২০ সেকেন্ড	এ ফোন নম্বর পুনরায় বলা
ফোন করার আহ্বান জানিয়ে অতিথির সাথে আলোচনা শুরু করা	২ মিনিট	আলোচনার চেকলিস্ট আগেই তৈরি রাখা। অতিথিকে আগেই প্রশ্নগুলো জানিয়ে রাখা/বিষয়ের উপর মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন দিয়েও শুরু করা যায় (সরাসরি বা ধারণকৃত)
শ্রোতাদের ফোন কল গ্রহণ করা এবং উত্তর দেওয়া	২০ মিনিট	ফোন কলের উপর নির্ভর করে সময় কম-বেশি হতে পারে
আবারও অতিথির সাথে আলাপ (পরবর্তী ফোন কল না আসা পর্যন্ত)	২ মিনিট	উত্তর যেন সরাসরি এবং সংক্ষিপ্ত হয় সেটি উপস্থাপকের খেয়াল রাখা/ সেভাবে প্রশ্ন করা
দুর্যোগ বিষয়ে পিএসএ প্রচার (আগে থেকেই রেকর্ডকৃত)। যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বর বলে দেওয়া	২ মিনিট	

কুইজ এর প্রশ্ন বলা (যদি থাকে)/ আগের অনুষ্ঠানের কুইজের উত্তর বলে দেওয়া এবং পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা অথবা সেরা প্রশ্নকারীর নাম ঘোষণা করা	৩০ সেকেন্ড	
লোকগান/বিষয়ধর্মী নাটিকা প্রচার	৪ মিনিট	বিষয়ধর্মী নাটিকা শুরুতে প্রচার করা যেতে পারে
পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা এবং শোনার আহ্বান/ দুর্যোগ বিষয়ে পিএসএ প্রচার	১ মিনিট	
আলোচনার মূল কিছু বিষয় পুনরায় বলে অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা	১ মিনিট ৫০ সেকেন্ড	
প্রোগ্রাম আইডি সিগনেচার টিউন	১০ সেকেন্ড	ফোন কলের উপর নির্ভর করে সময় কম-বেশি হতে পারে
নাট: কমিউনিটি রেডিওর নীতিমালা মনে রাখা। প্রয়োজন অনুযায়ী স্থিতি বাড়ানো।	মোট ৩৩ মিনিট	

দুর্যোগবিষয়ক সরাসরি অনুষ্ঠানের নমুনা স্ক্রিপ্ট

নিচে কল-ইন বা সরাসরি রেডিও অনুষ্ঠানের একটি নমুনা স্ক্রিপ্ট দেওয়া হলো। বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারিত ‘হ্যালো রেড ক্রিসেন্ট - আমরা শুনছি আপনাকে’ অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এ স্ক্রিপ্টটি তৈরি করে।

অনুষ্ঠানের নাম :

প্রযোজক :

উপস্থাপক :

অতিথি আলোচক :

সম্প্রচারের সময় :

সময় শুরু	স্থিতি	উপস্থাপন	নির্দেশনা (স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য)
০০:০০	১৫ সেকেন্ড	প্রোগ্রাম আইডি সিগনেচার টিউন	অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম / সিগনেচার টিউন
			উপস্থাপক বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। মানব ইতিহাসে দেখা যায় কিছু ঘূর্ণিঝড় এদেশের বহু মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। সম্পদ ও সম্পত্তি ধ্বংস করেছে। এরকম যেকোনো দুর্যোগে আপনাদের পাশে আমরা আছি এবং থাকবো।

			<p>(মিউজিক চেঞ্জওভার)</p> <p>প্রিয়শ্রোতা, যে যেখান থেকে বসে আজ আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুনছেন দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ক বিশেষ ফোনোলাইভ অনুষ্ঠান... 'দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণই প্রথম' (অনুষ্ঠানের নাম) -। অনুষ্ঠানটি ...(উদ্যোগে) সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে/ ...রেডিও থেকে (ফ্রিকোয়েন্সিসহ রেডিও'র নাম)</p> <p>প্রতিমাসে একই দিনে একই তরঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। আলোচনায় থাকে দুর্যোগপ্রস্তুতি ও করণীয় সম্পর্কিত নানা বিষয়। আলোচনায় আমাদের সাথে থাকেন এই বিষয়ে অভিজ্ঞ আলোচক।</p> <p>তবে বড়ো অংশ জুড়ে থাকেন- প্রিয় শ্রোতা-আপনারাই। অনুষ্ঠানে আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন আমন্ত্রিত অতিথি। আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনি, ঠিকভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করি এবং অসংখ্য প্রশ্ন থেকে নির্বাচন করি একটি সেরা প্রশ্ন।</p> <p>গত মাসে আমরা আলোচনা করেছি ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও করণীয় বিষয়ে। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হলো :</p> <p>নিরাপদ আবাসন ও বাসস্থান। শ্রোতা বন্ধুরা আবার বলছি ...আজকের আলোচনার বিষয় হলো... নিরাপদ আবাসন ও বাসস্থান। অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়ের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আগেই কীভাবে ঘরবাড়ি মজবুত করবো - সে বিষয়ে আলোচনা। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ... (নাম)।</p> <p>আজ শুনবেন 'দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণই প্রথম' অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। অনুষ্ঠানটির পরবর্তী পর্ব শুনতে পারবেন আসছে সেপ্টেম্বর মাসের ষোলো তারিখে। পুনঃপ্রচার করা হবে...(বার ও তারিখ উল্লেখ করুন, যদি পুনঃপ্রচার করা হয়)</p>
		মিউজিক চেঞ্জওভার	মিউজিক চেঞ্জওভার
			<p>উপস্থাপক :</p> <p>এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে ০১৭৮ ০০ ০০ ০০০ নম্বরে ফোন করে অথবা এসএমএস এর মাধ্যমে আপনারা ঘূর্ণিঝড়ে বসতবাড়ির কী কী ক্ষতি করে, ঘূর্ণিঝড় হয়</p>

		<p>এমন এলাকার ঘরবাড়ি কীভাবে দুর্যোগ সহনশীল ও মজবুত করা যায়, কী কী আগাম প্রস্তুতি নেয়া যায়, ঘরবাড়ি বানানোর সময় স্থানীয় কী কী কৌশল আমরা অনুসরণ করতে পারি, কোন কোন স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করবো, ঘরের কোন মানুষদের নিরাপত্তার কথা মনে রেখে বসতবাড়ি বানাবো এসব বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন।</p> <p>শ্রোতা বন্ধুরা ফোন করার নম্বরটি আমি আবারও বলছি .. ০১৭৮ ০০ ০০ ০০০।</p> <p>আপনাদের আলোচনায় সহায়তা করতে, নিজের অভিজ্ঞতা সকলকে জানাতে, আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন জনাব ... (নাম, পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম)। যেমন- টিমলিডার, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বা সিপিপি, বরগুনা।</p> <p>উপস্থাপক : প্রিয় অতিথি, আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই।</p> <p>অতিথি : জি ধন্যবাদ। সকল শ্রোতাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।</p> <p>উপস্থাপক : এবারে জানিয়ে দেই আজকের অনুষ্ঠানের সূচি।</p>
	মিউজিক চেঞ্জওভার	<p>মিউজিক ফেড ইন হয়ে আবার আউট হয়ে যাবে</p>
		<p>উপস্থাপক : আজকের অনুষ্ঠানে প্রথমেই শুনবেন নিরাপদ আবাসন ও বাসস্থান নিয়ে একটি নাট্যাংশ। পরপরই থাকবে শ্রোতাদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ অতিথির সরাসরি আলাপ, অনুষ্ঠানের কোনো এক সময় জানাবো জীবনের জন্য জরুরি কিছু তথ্য, জানিয়ে দেব আজকের দিনের সেরা প্রশ্নকর্তার নাম/কুইজ বিজয়ীর নাম এবং সব শেষে জানিয়ে দেবো অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত পাঠানোর ঠিকানা।</p> <p>আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ অতিথিকে প্রশ্ন করবেন - তাদের মধ্য থেকে একটি প্রশ্নকে আমরা সেরা প্রশ্ন নির্বাচন করবো। সেরা প্রশ্নকারীর জন্য থাকবে রেডিও...এর পক্ষ থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপহার - একটি দশ ব্যাণ্ডের রেডিও সেট ও ব্যাটারি (অথবা অন্য কিছু)।</p> <p>(মিউজিক চেঞ্জওভার)</p> <p>প্রিয় শ্রোতা, মজবুত করে বানাই ঘর, কেটে যাবে সকল</p>

			ঝড়। আর যদি তা না করি, ঝড়ের কালে কষ্টে মরি। এখন চলছে বাংলা শ্রাবণ মাস। ঝড়ের মৌসুম শুরু আগে কার্তিক অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন চৈত্র মাসে ঘরের প্রতিটি দুর্বল অংশ মেরামত করতে হবে। নইলে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে - হারাতে হবে সম্পদ ও সম্পত্তি, জান মাল। চলুন শুনে আসি এই বিষয়ে একটি নাট্যাংশ। নাট্যাংশটি রচনায় (নাম) নির্দেশনায় (নাম) সম্পাদনায় (নাম) .. শুরু হচ্ছে নাট্যাংশ।
	২ মিনিট	পর্ব নাম : নাট্যাংশ	নাট্যাংশ
	৩০ সেকেন্ড - ১ মিনিট	সাধারণ আলোচনা স্টুডিওতে উপস্থিত থাকা অতিথির সঙ্গে	উপস্থাপক: ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বসতবাড়ির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে নাট্যাংশটি আমরা গুনলাম। ঘূর্ণিঝড়ের পরে আবাসনের ও বাসস্থানের কী কী ক্ষতি হয়, সেটি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বিস্তারিত বলবেন। তার আগে আজকের অতিথির কাছে জানতে চাই - আপনি তো দীর্ঘদিন থেকে সিপিপি শেল্টার বা আবাসন দলের দলনেতা হিসেবে কাজ করেছেন। আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন - সিপিপি বলতে কী বোঝায়? অতিথি : ধন্যবাদ। ---- অতিথি স্ক্রিপ্ট ফলো করে উত্তর দিবেন। উপস্থাপক : প্রিয়শ্রোতা আমাদের ফোন নম্বর খোলা আছে। ০১৭৮ ০০ ০০ ০০০ আপনারা এই নম্বরে ফোন করে বা এসএমএস করে জানাতে পারেন আপনাদের বিষয়ভিত্তিক মতামত, প্রশ্ন করতে পারেন প্রস্তুতি গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ নিয়ে। (প্রশ্নোত্তর চলবে)
			(স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর চলতে থাকবে। শ্রোতাদের কল/এসএমএস ও প্রশ্নোত্তর চলবে।
		এর মাঝে মাঝে কল আসতে থাকবে	মূলবার্তা উপস্থাপক : প্রিয়শ্রোতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আমরা নানান ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলা করি। আপতকালীন সময়ে জীবন বাঁচাতে জরুরি তথ্যগুলো অনেক বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। তাই জানিয়ে দেই এমন কিছু তথ্য যা ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পারে।

		<p>১. গাছপালা ঝাড়ের গতি কমায়। তাই বসতবাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে গাছ লাগান। কী ধরনের গাছ লাগাবেন সে বিষয়ে বন বিভাগের পরামর্শ নিন।</p> <p>২. মজবুত ও শক্ত ঘর ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি কমায়। তাই ‘আপনার বাসস্থান মজবুত করতে-বাঁশ কাঠ ও শক্ত তারের ক্রসিং দিন।’</p> <p>৩. পাটের দড়ি পানিতে ভিজলে পচে যায়। তাই পাটের দড়ির বদলে গুণা/তারকাটা/নারকেলের দড়ি, কিংবা নাইলনের দড়ি দিয়ে ঘরের প্রতিটি সংযোগ মজবুত করে বাঁধুন।</p> <p>৪. ঘরের চালার দৌড়/আড়ার সংযোগ, শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানা দিন, যাতে ঝোড়া বাতাসে ঘরের কাঠামো কোনোদিকে হেলে না যায়। টানার দড়ি মাটিতে পোতা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখুন।</p> <p>৫. যে এলাকায় বন্যা বা জোয়ারের পানি যতটুকু উঠে তার চেয়ে যতটা সম্ভব উঁচু করে ভিটি তৈরি করুন।</p> <p>৬. ধাপে ধাপে মাটি ফেলে প্রতি স্তরে দূরমুজ করে শক্ত ভিটি তৈরি করতে হবে।</p> <p>৭. গর্ভবতী মা, নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে ঘরবাড়ি তৈরি করুন।</p> <p>৮. দুর্ঘটনার সময় নিয়মিত রেডিও শুনুন। নৌকায় ও বাসাবাড়িতে অতিরিক্ত ব্যাটারি রাখুন।</p>
		কল-ইন চলবে। ...
	অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সময়ে স্টেশন কল দিন।	<p>সরাসরি অনুষ্ঠানটি শুনতে পাচ্ছেন(রেডিও’র নাম ও ফ্রিকোয়েন্সি) থেকে, (প্রতিষ্ঠানের নাম) উদ্যোগে।</p> <p>প্রিয়শ্রোতা, মনে রাখবেন অনুষ্ঠানের শেষে আমরা জানিয়ে দেব সেরা প্রশ্নকর্তা/কুইজ বিজয়ীর নাম। তাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন, শুনতে থাকুন ‘দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণই প্রথম’ অনুষ্ঠান।</p>
		কল-ইন চলবে। ...
		মিউজিক চেঞ্জওভার
		<p>উপস্থাপক: শ্রোতাবন্ধুরা, এবার আমরা নিরাপদ আবাসন ও বাসস্থান নিয়ে মাঠ পর্যায়ের একটি সাক্ষাৎকার শুনবো।</p> <p>(ভল্পপপ শোনানো হবে)</p> <p>স্ক্রিপ্ট : আগে থেকেই বিষয়ভিত্তিক ভল্পপপ রেডি করে রাখতে হবে।</p>

বিষয়ভিত্তিক নাটিকার নমুনা স্ক্রিপ্ট

বিষয় : বন্যার পূর্বপ্রস্তুতি

(জামাল এবং কামাল গত বছরের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করতে থাকবে। অস্পষ্টভাবে শোনা যাবে। ছলিমদ্দিন হেঁটে কাছে আসবে)

ছলিমদ্দিন : কী ব্যাপার, জামাইল্লা কামাইল্লা দুজনে মিল্লা কী এত আলোচনা করছ?

জামাল : প্রতিবার বন্যায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভাবতাই এবার কী কইরা বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমান যায়।

ছলিমদ্দিন : ও! আইছা, বেশি কইরা আলোচনা কর। দেখ, আলোচনা কইরা ক্ষতি কমা। যতসব!

কামাল : জামাল ভাই কিছু মনে কইরোনা, ছলিম ভাই ঐরকম করবই, তারতো পাকা দালান উঁচু বাড়ি, বন্যায় তার কোন ভয় নাই, তাই অত ভাবসাব।

জামাল : ঠিক কইছ, বড়লোকরাতো আমাগো কষ্টের কতা বুঝবো না, তাই তাগো সাথে আমাগো তুলনা করলে চলবো না। চল, রহিমদ্দিগোর বাড়ি যাই, ঐখানে বইসা আলোচনা করলে ভাল অইবো। (জামাল ও কামাল রহিমদ্দির বাড়ি যায়, জামাল একটা গান ধরে। গান গাইতে গাইতে তারা রহিমদ্দির বাড়ির দিকে যায়)

কামাল : ও রহিম ভাই, ও রহিম ভাই বাড়ি আছ?

রহিমদ্দি : কেডা ডাহে, কেডা কতা কয়?

জামাল : রহিম ভাই আমরা জামাল কামাল, তোমার সাথে আলাপ করতে আইলাম।

রহিমদ্দি : আহ, আহ ভিতরে আহ। ব-হ, পিড়াতে ব-হ। কই ছানোয়ারের মাও দে-হ ক্যাডা আইছে। কি বিষয় জামাল ভাই কি মনে কইরা দুই ভাই মিল্লা গরিবের বাড়িতে?

জামাল : গরিব বইলাতো গরিবের কাছে আইলাম, বড়লোকরাতো গরিবের দুঃখ বুজত না। দুই ভাই মিল্লা আইছি তোমাগো সাথে পরামর্শ করতে। জানো-তো গেল বন্যায় সবচাইয়া ক্ষতি আইছে আমাগো গ্রামের বেশি। তাই সামনে যদি বন্যা আহে তার জইন্য ক্ষতি কেমনে কমান যায় সেই টা আলোচনা করতে আইছি।

রহিমদ্দি : ভালই করছো। তাইলে ছানোয়ারের মারেও ডাহি, কি কও?

কামাল : ভাবি থাকলে তো আরও ভাল অয়। বাড়ির আরও কেউ থাকলে ডাহো, সকলের মতামতে একটা ভালো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবো।

(বন্যায় পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা শুরু)

রহিমদ্দি : এইবার আমরা নদীর পানি কতটা বাড়ে হেইডা মাপনের লাইগা বাঁশের লাঠিতে রং লাগাইয়া নদীতে পুঁইতা রাখবো

কামাল : এইডা ভালো কইছেন, রহিমুদ্দি ভাই। বাড়ির ভিটাও সাধ্যমতেন উঁচু করন লাগবো

ভাবী : ঘরে শুকনা খাবার ও দরকারি ওষুধ মজুদ কইরা রাখতে হইব। কী কন... জামাল বাই যে কোন কথাই কইতাছেন না।

জামাল : আমি হুনতাই ভাবীসাব। সব মূল্যবান কথা। তয় আমার একটা কথা মনে হইলো। গতবারের বন্যায় আমাদের খাওনের পানির বড় অভাব হইছিল। এবার আগে থাইকাই টিউবওয়েলের পাইপ উঁচু করন লাগবো

রহিমদ্দি : হ ঠিক কথাই কইছ জামাল ভাই। এবার আরো কিছু ব্যবস্থা আমরা কইরা রাখুম। এই

যেমন ধরো- শুকনা লাকড়ি মজুত কইরা রাহা, পলিথিনে ভইরা শুকনা খাবার রাহা,
ওষুধ, ফসলের বীজ এসব মাটিতে পুইতা রাহা- এসব কাজ আমরা বন্যা আহনের
আগেই কইরা রাখুম।

জামাল : যাক, রহিমদি ভাই তোমার বাড়িতে আইয়া ভালই অইল। আল্লা যেন আর কোন
বালামছিবৎ না দেয়। আর যদি বন্যা ফির বার আহে তয় আইজকার আলোচনা
মোতাবেক আগেই প্রস্তুতি নিয়া রাখবো। তয় আইজকা যাই রহিম ভাই, ভাবী সাহেব।
রহিমদি : ঠিক আছে জামাল ভাই, কামাল ভাই। সময় পাইলে আবার আইসো।

(খোদাহাফেজ)

(এরপর নাটিকা থেকেই বন্যার আগাম প্রস্তুতি নিয়ে কুইজ এর জন্য প্রশ্ন করা যেতে পারে।)

৬ এই অধ্যায়ে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালায় উল্লেখিত কিছু নীতি ও আচরণবিধি সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা প্রতিটি স্টেশন মেনে চলতে বাধ্য। এর বাইরে নারী ও শিশুদের নিয়ে কোনও অনুষ্ঠান নির্মাণ, প্রতিবেদন তৈরি ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় যে সব সাধারণ আচরণবিধি মেনে চলা উচিত আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ছয়

নীতিমালা ও আচরণবিধি কমিউনিটি রেডিও: নীতি-নৈতিকতা

যে কোনো পেশার দুটো দিক থাকে। একটি দক্ষতা, অন্যটি নৈতিকতা। মানুষ যে পেশায় নিয়োজিত থাকে, সেই পেশার কাজগুলো খুব ভালো ভাবে করতে পারাটা দক্ষতা। ভালোভাবে মানে মানসম্পন্নভাবে এবং দ্রুততার সাথে। আর, পেশাগত ক্ষমতা ও দক্ষতার যাতে অপব্যবহারে অযাচিতভাবে কারো ক্ষতি না হয়, তা মেনে চলাই নৈতিকতা।

নৈতিকতাহীন মানুষ যত দক্ষ হয়, তত ভয়ঙ্কর। তার মাধ্যমে ব্যক্তি-গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্রের তত বেশি ক্ষতি হয়। ফলে কোনো পেশায় যুক্ত হওয়ার সময় সেই পেশার দক্ষতা অর্জন করা যেমন জরুরি, তেমনি সেই পেশার নীতি-নৈতিকতার বিষয়গুলো জানা এবং মেনে চলাও জরুরি। গণমাধ্যমকর্মীদের নৈতিকতার বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন, তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে লেখা কিংবা রেডিও-টেলিভিশনে উপস্থাপনার সব পর্যায়েই একজন সাংবাদিককে নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখতে হয়।

বাংলাদেশ সরকারের কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০০৮ (তথ্য মন্ত্রণালয়, ১২ মার্চ, ২০০৮) এ কমিউনিটি রেডিওর জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি রেডিও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তদেরও এসব বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা জরুরি। নীতি-নৈতিকতা ও আচরণবিধির সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিমালায় বর্ণিত কিছু বিষয় নিচে উপস্থাপন করা হলো।

- কমিউনিটি রেডিও স্টেশনকে অবশ্যই নিশ্চিত ও সুনির্দিষ্টভাবে কমিউনিটি'র লোকজনকে সেবা প্রদান করতে হবে;
- সম্প্রচার অনুষ্ঠানসূচিতে কমিউনিটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ, নারীর অধিকার, গ্রামীণ ও এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, পরিবেশ, আবহাওয়া ও সাংস্কৃতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং এতে অবশ্যই জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে
- নিশ্চিত করতে হবে, সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছুই অন্তর্ভুক্ত হবে না যা-

- অন্য দেশের সমালোচনা করে বা বাংলাদেশের সঙ্গে অন্য দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে;
- প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে যে কোনো ধর্ম, সম্প্রদায় অথবা জাতিগোষ্ঠীর প্রতি কটাক্ষ করা হয়, যাতে সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি হয়, যার ফলে উপদলীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে, যা জাতিগত অসন্তোষ তৈরি করে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে
- অশ্লীল, মানহানিকর যে কোনো বিষয় অথবা কোনো ব্যক্তি (বর্গ), দল বা সংস্থার বিরুদ্ধে ভুল তথ্য পরিবেশন বা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে
- হিংসা বা দ্বেষকে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করার আশংকা থাকে অথবা আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থি অথবা বিজাতীয় ধারণা বা মনোভাবকে উৎসাহিত করে
- আদালত অবমাননা অথবা দেশের ঐক্য নষ্ট করে
- রাষ্ট্র এবং সরকারের বিরূপ সমালোচনা ও অহেতুক রটনা করে
- দেশের কাউকে ব্যক্তিগত, দলীয় অথবা সমাজের কোন অংশকে অপবাদ বা কুৎসা রটনার মধ্যদিয়ে সমালোচনা করে
 - কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে উৎসাহ দেয়
 - নারী সমাজকে অবহেলা করে
 - শিশুকে অবহেলা করে
 - প্রতিবন্ধীকে অবহেলা করে
 - এ্যালকোহল, মাদক ও ধূমপানে উৎসাহ প্রদান এবং সমর্থন করে
 - জাতিগোষ্ঠী, জাতীয়তা, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, বয়স অথবা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তি, দলের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়া, কুৎসা রটনা করে বা ঘৃণা প্রকাশ করে বা করার উদ্যোগ নেয়
 - ধর্মীয় অনুভূতি বা সংবেদনশীলতাকে হীনস্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয় এমন কিছু এবং
 - কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাসকে খাটো করে দেখা হয়।
- কমিউনিটি রেডিও পরিচালনার মৌলিক উদ্দেশ্য হবে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সেবা করা এবং তাদেরকে বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারে অন্তর্ভুক্ত করা।
- কমিউনিটি রেডিও স্টেশন পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে
- কমিউনিটি রেডিও ব্যবস্থাপনা ও অনুষ্ঠানে সমতা ও ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ও লিঙ্গ বিবেচনা সাপেক্ষে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করবে;
- কমিউনিটি রেডিও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কমিউনিটির লোকদের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।
- কমিউনিটি রেডিওর অনুষ্ঠানমালার বিষয়বস্তুর মধ্যে কৃষি, বয়স্ক ও শিশু শিক্ষা, জেডার ইস্যু, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও আবহাওয়া, সমাজ কল্যাণ, বর্তমান বাজার দর, কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা, গ্রামীণ এবং এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, শিশুর যত্ন, মাতৃস্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় সংবাদ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ কমিউনিটি রেডিওর অনুষ্ঠানমালায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হবে।

কমিউনিটি রেডিও পরিচালনা নীতিমালায় উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সাধারণভাবে শিশু ও নারীদের জন্য আলাদাভাবে কিছু বিষয় মনে রাখা এবং মেনে চলা জরুরি।

শিশুদের জন্য নীতিমালা বা আচরণবিধি

- সাধারণ নীতিমালা মোটামুটিভাবে সব বয়স, শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণের প্রতি ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করলেও শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন

- শিশুদের বিশেষ অধিকার, বিশেষ চাহিদা ও বিশেষ ঝুঁকির কথা মনে রাখা

- শিশু-কিশোরদের শারীরিক-মানসিক কল্যাণ-সুরক্ষা এবং তাদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা

প্রধান বিবেচ্য বিষয়

- শিশুদের ওপর সংবাদ-মাধ্যমের প্রভাব

- সংবাদে বা অনুষ্ঠানে শিশুদের চিত্রায়ণ ও উপস্থাপনা; তাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা

- শিশুদের সংবাদে বা অনুষ্ঠানে স্থান পাওয়া ও অংশগ্রহণ এবং তাদের মতপ্রকাশের অধিকার

- সংবাদে বা অনুষ্ঠানে শিশুদের ছাঁচে-ঢালা উপস্থাপন ও অপব্যবহার ঠেকানো

- ক্ষতিকর সংবাদ বা অনুষ্ঠান থেকে তাদের রক্ষা করা এবং শিশুদের অধিকার তুলে ধরা

প্রতিবেদন/অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয়

করণীয়	বর্জনীয়
<input checked="" type="checkbox"/> সবসময় প্রতিবেদন/অনুষ্ঠানে বস্তুনিষ্ঠ চিত্র এবং শিশুর প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরা	<input checked="" type="checkbox"/> শিশুকে আরো বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়া
<input checked="" type="checkbox"/> সবসময় শিশুর প্রকৃত নাম, পরিচয় গোপন রাখা, যদি শিশু-	<input checked="" type="checkbox"/> নেতিবাচক বর্ণনা দেওয়া বা শ্রেণি বিন্যাস করা
- যৌন নির্যাতনের শিকার হয়	<input checked="" type="checkbox"/> শিশুর সত্যিকার ও দৃশ্যমান স্বার্থ ছাড়া শিশু বা পরিবার পরিজনকে কোন প্রকার টাকা পয়সা দেওয়া
- এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত হয়	
- কোন অপরাধে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত হয়	
<input checked="" type="checkbox"/> কোন রকম ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে এরকম পরিস্থিতিতে শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী বা অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত কোন শিশুর নাম, পরিচয় প্রকাশ না করা	
<input checked="" type="checkbox"/> শিশুর বক্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে অন্যকোন শিশু বা বড়দের বা দু'পক্ষের সাথেই কথা বলা	
<input checked="" type="checkbox"/> শিশুদের নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান বক্তব্য দিলে সেই প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা	

সাক্ষাৎকারের সময়

করণীয়	বর্জনীয়
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে শিশু বা শিশুর অভিভাবককে তা জানানো <input checked="" type="checkbox"/> সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে জানানো <input checked="" type="checkbox"/> শিশু এবং অভিভাবকের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়া <input checked="" type="checkbox"/> অনুমতি নেওয়ার অনুরোধ এমন ভাষায় হওয়া উচিত যা তারা বুঝবে এবং এজন্য লিখিত অনুমতি নেওয়া উচিত <input checked="" type="checkbox"/> অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ না করা এবং প্রতিবেদন/অনুষ্ঠান কোথায় প্রচারিত হতে পারে তা জানানো <input checked="" type="checkbox"/> শিশু কোথায় এবং কীভাবে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে সে দিকে নজর দেওয়া, যাতে <input checked="" type="checkbox"/> সাক্ষাৎকারদাতা কোনো রকম অস্বস্তি বা চাপ অনুভব না করে। <input checked="" type="checkbox"/> শিশু যেন কোন প্রকার বিপদে না পড়ে বা বিরূপ পরিস্থিতির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> এমন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করা, এমনকি পরিচয় পরিবর্তন বা গোপন করে হলেও, যাতে শিশু বা পরিজন কোনো রকম ঝুঁকির মধ্যে পড়ে <input checked="" type="checkbox"/> প্রশ্ন করার সময় কোন শিশুকে আহত করা <input checked="" type="checkbox"/> এমন কোন প্রশ্ন, মনোভাব বা মন্তব্য করা যা অসংবেদনশীল এবং শিশুর সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পরিপন্থী <input checked="" type="checkbox"/> শিশু সাক্ষাৎকারদাতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শিক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদি বিচারে বৈষম্য করা

নারীদের জন্য নীতিমালা বা আচরণবিধি

অনুসরণীয়	পরিহার্য
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> অনুষ্ঠান/প্রতিবেদনের বিষয় হিসেবে পারিবারিক সহিংসতাসহ অন্যান্য লিঙ্গজ সহিংসতাকে গুরুত্ব দেওয়া। বিশেষ করে দুর্যোগ বিষয়ে অনুষ্ঠান ও প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচারের সময় বিষয়গুলো মনে রাখা। <input checked="" type="checkbox"/> জেভার-সংবেদনশীল অনুষ্ঠান/ সংবাদ পরিবেশনে ‘শব্দ’ ও ‘বাক্য’ ব্যবহারে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে সমাজে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন হতে না হয়। <input checked="" type="checkbox"/> সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সংবাদ ও অনুষ্ঠানে নারীর দুর্বল প্রতিকৃতির বদলে নারীর মর্যাদাপূর্ণ, সফল, সবল ও ইতিবাচক বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> নির্যাতনের শিকার শিশু বা নারীর পরিচয় প্রকাশ না করা। <input checked="" type="checkbox"/> অশোভন, অরুচিকর বা অবমাননাকর শব্দ, বাক্য ব্যবহার না করা। <input checked="" type="checkbox"/> ‘ধর্ষণ’ সম্পর্কিত সংবাদের বিস্তারিত বর্ণনা পরিহার এবং শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে সতর্ক হওয়া। কিছু শব্দ পরিহার করা অতি জরুরি ; যেমন – পরনের শাড়ি খুলে, অর্ধউলঙ্গ করে, পুরো রাত, সতীচ্ছেদ হয়েছে, নারী জীবনের সর্বস্ব খুইয়ে, উপায় না পেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, দেহমিলন প্রভৃতি। ‘ধর্ষিত’ শব্দের পরিবর্তে ‘ধর্ষণের শিকার’ লেখা।

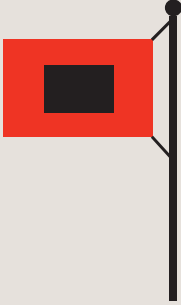
<p>☑ যাতে সমাজে নারীকে হয়ে প্রতিপন্ন হতে না হয়।</p> <p>☑ নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ফলোআপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং অপরাধীর বিচার না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখা।</p> <p>☑ নারী ও পুরুষের পদমর্যাদা সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবহার করা যা কেবল নারী বা পুরুষকে বোঝাবে না। পুলিশম্যান না বলে পুলিশ অফিসার, ট্যাক্সম্যান না বলে ট্যাক্স ইন্সপেক্টর, নিউজম্যান না বলে জার্নালিস্ট, ম্যানিং না বলে স্টাফিং, চেয়ারম্যান না বলে চেয়ারপার্সন, ফায়ারম্যান না বলে ফায়ার ফাইটার বা দমকলকর্মী, মেইলম্যানের বদলে লেটার ক্যারিয়ার, বিজনেসম্যানের বদলে বিজনেস এক্সিকিউটিভ ইত্যাদি বলা যেতে পারে।</p> <p>☑ গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ, মত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং নারী ও মেয়ে-শিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো।</p> <p>☑ নারী বা পুরুষ ঘটিত অথবা কোনো নারী-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা ও তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রচার বা প্রকাশ করা।</p> <p>☑ নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক ও সনাতনী মতের প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।</p> <p>☑ সকল গণমাধ্যমের প্রচার নীতিমালায় জেডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা এবং অথবা প্রতিটি গণমাধ্যমের জন্য পৃথক জেডার নীতিমালা তৈরি করা।</p>	<p>☒ গণমাধ্যমে নারীর ভারসাম্যহীন উপস্থাপনা ও গৎবাঁধা ভাবমূর্তি পরিবেশন পরিহার করা।</p> <p>☒ সুনির্দিষ্ট তথ্য বা সূত্র ছাড়া কোনো ‘মৃত্যু’ বা ‘অপমৃত্যু’কে ‘আত্মহত্যা’ বলে ঘোষণা না দেওয়া। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর রহস্যজনক মৃত্যুকে কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যম সূত্র ছাড়াই আত্মহত্যা হিসেবে প্রকাশ করে, অথচ অনেক ক্ষেত্রে পেছনে থাকে হত্যাকাণ্ড।</p> <p>☒ জনগণকে আকর্ষণ করে অথচ জনস্বার্থ-পরিপন্থি, চাঞ্চল্যকর, মুখরোচক ঢঙ্গে রুচিহীন ও অশালীন সংবাদ/অনুষ্ঠান প্রচার না করা।</p> <p>☒ বিপর্যস্ত অবস্থায় কোনো শিশু বা নারীর সাক্ষাৎকার না নেওয়া। প্রয়োজনে অন্যদের থেকে তথ্য নেওয়া বা পরবর্তীতে যোগাযোগ করা। কোনো বিব্রতকর প্রশ্ন না করা।</p> <p>☒ নারীর সমানাধিকার, সমতা ও বৈষম্যহীন-তা অর্জনের পথে অন্তরায়মূলক প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ, ধ্যান ধারণাকে বন্ধমূল করে এমন বিষয়, ভাবনা, ভাষা ও মতাদর্শ বিজ্ঞাপন ও প্রতিবেদন বা অনুষ্ঠান পরিহার করা।</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

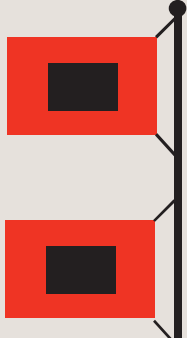

অধ্যায় সাত

বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার জন্য সাধারণ তথ্য বা বার্তা এবং ঘূর্ণিঝড়ের সংকেতসমূহ জেনে রাখা ভালো, যাতে রেডিওতে প্রয়োজনের সময় সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করা যায়।

প রি শি ষ্ট

সামুদ্রিক বন্দরের জন্য সংকেতসমূহ

সংকেত	সংকেতের অর্থ	করণীয়সমূহ	সংকেত দেখানোর সময়
 ১ নং দূরবর্তী সংকেত:	১ নং সমুদ্রে কোনো একটা অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়া বইছে এবং সেখানে ঝড় সৃষ্টি হতে পারে।	- এমন কোনো স্থানে যাবেন না যেখান থেকে ফিরে আসতে ১ দিনের বেশি সময় লাগে - মূল্যবান ও ভাসমান জিনিষপত্র কোথায় কী অবস্থায় আছে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন - গবাদিপশু-পাখি বাড়ির কাছাকাছি রাখুন - প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতের কাছাকাছি রাখুন	২৪ ঘন্টা আগে
২ নং দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সংকেত:	২ নং সমুদ্রে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে	- রেডিও, টিভিতে প্রচারিত আবহাওয়া বার্তা শুনুন	
৩ নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত	৩ নং বন্দর দমকা হাওয়ার সম্মুখীন		

 <p>৪ নং স্থানীয় ইঁশিয়ারী সংকেত:</p> <p>৫ নং বিপদ সংকেত:</p> <p>৬ নং বিপদ সংকেত:</p>	<p>৪ নং : বন্দর ঝড়ের সম্মুখীন, তবে বিপদের আশঙ্কা এমন নয় যে, চরম নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>৫ নং : অল্প বা মাঝারি ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে (মংলা বন্দরের বেলায় পূর্ব দিক দিয়ে)</p> <p>৬ নং : অল্প বা মাঝারি ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে (মংলা বন্দরের বেলায় পশ্চিম দিক দিয়ে) অল্প বা মাঝারি ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের নিকট অথবা উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে</p>	<ul style="list-style-type: none"> - মূল্যবান সামগ্রী ঘরের মেঝে কিংবা মাটিতে পুঁতে ফেলা - শুকনা খাবার ও পানি পাত্রে ভরে গর্ত করে মাটির নিচে রাখা - শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী মা ও পঙ্গুদের আগেভাগে আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া - গবাদিপশুদের উঁচু নিরাপদ স্থানে বা কিল্লায় নিয়ে যাওয়া বা বাঁধন খুলে দেওয়া - অপসারণ নির্দেশ পেলে কোথায় কখন যাবেন তা ঠিক করে ফেলা - নিজের সাথে সাথে অপরকেও স্থানান্তরে সাহায্য করা - ঘন ঘন আবহাওয়া বার্তা শুনতে থাকা 	<p>১৮ ঘন্টা আগে</p>
 <p>৮ নং মহাবিপদ সংকেত:</p> <p>৯ নং মহাবিপদ সংকেত:</p> <p>১০ নং মহাবিপদ সংকেত:</p>	<p>৮ নং : প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে (মংলা বন্দরের বেলায় পূর্ব দিক দিয়ে)</p> <p>৯ নং : প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে(মংলা বন্দরের বেলায় পশ্চিম দিক দিয়ে)</p> <p>১০ নং : প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের নিকট অথবা উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> - এই সংকেতের প্রধান করণীয় কাজ হচ্ছে জীবন বাঁচানো - সম্পদ/মালামালের দিকে নজর না দিয়ে জীবন বাঁচানো - অপসারণ (বাড়ি ত্যাগের) নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আশ্রয়ে চলে যাওয়া - প্রয়োজনে জোর করে বা বল প্রয়োগ করে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা। - স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশাবলি মেনে চলা 	<p>১০ ঘন্টা আগে</p>

নদীবন্দরের জন্য সংকেত

নদীবন্দরের জন্য চার প্রকার সতর্কীকরণ সংকেত প্রচার করা হয়। এই সংকেতগুলোর অর্থ ও পরিচিতি জানা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রচার করতে হবে:

১ নং নৌ সতর্ক সংকেত : কোন এলাকায় বিক্ষিপ্ত কালবৈশাখী বা সামুদ্রিক ঝড়ের আশংকা আছে। কিন্তু এর জন্য নৌ চলাচল বন্ধ রাখতে হবে না।

২ নং নৌ হুঁশিয়ারী সংকেত : ঘন্টায় অনধিক ৬১ কি মি গতিসম্পন্ন সামুদ্রিক ঝড় বা কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়া আঘাত হানতে পারে। যে সকল নৌযানের দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট বা তার কম, সেগুলিকে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

৩ নং নৌ বিপদ সংকেত : সর্বোচ্চ ঘন্টায় ৮৬ কি মি বেগে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। সমস্ত জলযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে গ্রহণ করতে হবে।

৪ নং নৌ মহাবিপদ সংকেত : ঘন্টায় ১১৮ কি মি বা তদুর্ধ্ব সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। সমস্ত জলযানকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

নদী/সমুদ্রে জেলেদের নিরাপত্তা বিধানে এবং সমুদ্রে অবস্থানকালীন জেলেদের সতর্কতার জন্য বোট মালিকদের করণীয়

১. সমুদ্রে যাবার পূর্বে মৎস্যজীবীদের জন্য বোট মালিকদের যা করণীয়

- বোট/নৌকা পর্যবেক্ষণ ও মেরামত করে দেয়া।
- বোটের দুর্বল ও পচে যাওয়া কাঠগুলো পাল্টিয়ে দেওয়া।
- প্রয়োজন অনুযায়ী বোটটির কফিং (যে কোনো ছিদ্র বন্ধ করা ও আলকাতরা দিয়ে রং করা) করে দেওয়া।
- বোট/নৌকাটি পানিতে নামিয়ে এবং লোকবল, জাল ও অন্যান্য জিনিষ রেখে পরীক্ষা করে দেখা পানি প্রবেশ করে কি-না। যদি পানি প্রবেশ করে তবে তা রোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া।
- ইঞ্জিনচালিত ট্রলার বা নৌকার ক্ষেত্রে প্রথমেই ইঞ্জিন পরীক্ষা করে দেখা। প্রয়োজনে তৈল, ফিল্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করে দেওয়া এবং অতিরিক্ত এক সেট ওয়েল ফিল্টার ও দরকারি যন্ত্রাংশ সাথে সরবরাহ করা।
- পাল তোলা নৌকার ক্ষেত্রে পাল এবং পাল খাটাবার খুঁটি ও রশি পরীক্ষা করে দেওয়া। প্রয়োজনে মেরামত ও পাল্টিয়ে দেওয়া।
- মৎস্যজীবীদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়া।
- যে ট্রলার বা নৌকায় মাছ ধরতে যাবেন সেই ট্রলার বা নৌকার মালিকের নাম ও ঠিকানা পরিবারের সবাইকে জানানোর ব্যবস্থা করা।
- কোন নদীতে বা সাগরে এবং কতদিনের জন্য মাছ ধরতে যাবেন পরিবারের সবাইকে জানানোর ব্যবস্থা করা।

২. সমুদ্রে যাবার সময় সাথে নেয়া জিনিষপত্রাদি বহনের ক্ষেত্রে বোট মালিকদের করণীয়

- জেলেদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র সাথে রাখতে সহযোগিতা করা।
- একটি কম্পাস/দিক-নির্দেশক যন্ত্র সরবরাহ করা।
- একটি ছোট রেডিও আবহাওয়ার খবর জানা ও নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য সরবরাহ করা।
- অবশ্যই একটি টর্চ এবং অতিরিক্ত কয়েকটি ব্যাটারি ও একটি বাত্ব সরবরাহ করা।
- প্রত্যেকের জন্য একটি করে লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা।
- প্রতি চারজনের জন্য একটি করে 'লাইফ বয়া' সরবরাহ করা এবং প্রতিটি বোটে কমপক্ষে দুটি করে 'লাইফ বয়া' সরবরাহ করা। লাইফ বয়াটি চিহ্নিত করে রাখার ব্যবস্থা করা।
- প্লাস্টিক জ্যারিকেন, শুকনা নারিকেল, সিলভার কলস সরবরাহ করা।
- লাইফ জ্যাকেট/বয়ার বিকল্প হিসাবে প্লাস্টিক জ্যারিকেন দ্বারা তৈরি র্যাপ রাখার ব্যবস্থা করা।
- একটি বড় হারিকেন সরবরাহ করা।
- বালতি কিংবা চটের বস্তা ভর্তি বেশ কিছু বালি সরবরাহ করা। যা আশুন নেভানোর সময় কাজে লাগবে।
- জেলেদের ব্যবহারের জন্য ক্যান ভর্তি মিঠাপানি ও প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণে সহযোগিতা করা।
- বড় শব্দ সৃষ্টিকারী একটি হুইসেল সরবরাহ করা।
- লম্বা সুতাসহ বেশ কিছু বড়শি যেন প্রয়োজনে মাছ ধরে খেয়ে জীবন রক্ষা করা যায়।
- অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় রাখার ব্যবস্থা করা।
- একটি ফোম অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। যা বড় ইঞ্জিন বোটের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে, তা সরবরাহ করা।
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ওষুধপত্রাদিসহ একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স সরবরাহ করা।
- একটি ১২ কিংবা ২৪ ভোল্টের ব্যাটারি। বিশেষ করে বড় নৌকার ক্ষেত্রে। যাতে অন্য বোটের সাথে সংঘর্ষ এড়ানো, বিকল ইঞ্জিন মেরামত, মাছ সংরক্ষণের কাজ ইত্যাদি সহজে করা যায়, তা সরবরাহ করা।
- কমপক্ষে দুইটি হাত দা সরবরাহ করা, যাতে প্রয়োজনে জাল কেটে দিয়ে ট্রলার নিয়ে

৩. সমুদ্রে যাবার সময় যা নিতে দেওয়া ঠিক হবে না

- অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে/মেয়ে না নিতে দেওয়া।
- নেশাদ্রব্য জাতীয় কোনো জিনিষ নিতে না দেওয়া।

৪. সমুদ্রে অবস্থানকালীন জেলেদের নিরাপত্তার জন্য যে সকল বিষয়ে সতর্ক করা দরকার

- ধূমপান শেষে সিগারেটের শেয়াংশ বোটের ভিতর না ফেলার নির্দেশনা দেওয়া।
- বোটের সমস্ত মালপত্র ভারসাম্য অবস্থায় রাখার ব্যবস্থা ও নির্দেশনা দেওয়া।
- বোটে পালা করে ২৪ ঘন্টা ডিউটির ব্যবস্থা করা।
- দিনের বেলা একটি পতাকা এবং রাত্রে বেলা লাইট রাখার ব্যবস্থা করা। এর ফলে একদিকে বোট থেকে কেউ সাগরে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করা যেমন সহজ হয়, তেমনি অন্যদিকে অপর কোনো বোট বা জাহাজের সাথে সংঘর্ষ রোধ করা যায়।
- জলদস্যু/ডাকাতির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সকল জেলেদের সতর্ক ও সংযত থাকতে পরামর্শ দেওয়া।

তথ্যসূত্র

নৌকা মালিকদের অবহিতকরণ নির্দেশিকা, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচি, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য বার্তা

ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত বার্তা

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বার্তা

১. মজবুত ও শক্ত ঘর ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি কমায়ে।
২. গাছপালা বাড়ের গতি কমায়ে। বসতবাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে গাছ লাগান। কী ধরনের গাছ লাগাবেন সে বিষয়ে বন কর্মকর্তার পরামর্শ নিন।
৩. সাগরে যাওয়ার আগে ট্রলারভিত্তিক প্রত্যেক জেলের নাম-ঠিকানা সহ নিবন্ধন নিশ্চিত করুন*।
৪. মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করুন।
৫. যেসব জায়গায় নিরাপদ খাবার পানি পাওয়া যায় সে জায়গাগুলো চিনে রাখুন এবং দুর্যোগের সময় পানির উৎসসমূহ নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা নিন।
৬. লবণাক্ত সহনশীল চাষাবাদ করা যায় এমন জাতের বীজ সংগ্রহে রাখুন। এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অফিসে যোগাযোগ করুন।

*বার্তাটি স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, জেলেরা কোথায় নাম-ঠিকানা নিবন্ধন করবে তা যেন সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়। যেমন: সাগরে যাওয়ার আগে ইউনিয়ন পরিষদেও চেয়ারম্যানের কাছে নাম-ঠিকানা নিবন্ধন নিশ্চিত করুন

ঘূর্ণিঝড়ে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বার্তা

১. দুর্ঘটনার সময় নিয়মিত রেডিও শুনুন। ট্রলার, নৌকায় ও বাসাবাড়িতে অতিরিক্ত ব্যাটারি সংগ্রহে রাখুন।
২. ... নং বিপদসংকেত ঘোষণার সাথে সাথে সবার আগে গর্ভবতী মা, নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান*।
৩. বিপদসংকেত পাওয়ার সাথে সাথে গরু-ছাগলের বাঁধন খুলে দিন। সম্ভব হলে সেগুলোকে নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে নিয়ে যান।
৪. কোন বিপদ সংকেতে কী করবেন তা নিজে জানুন এবং অন্যকে জানান**।
৫. আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র, শুকনো খাবার, খাবার পানি ইত্যাদি পলিথিনে বেঁধে মাটিতে পুঁতে রাখুন এবং সেখানে চিহ্ন দিয়ে রাখুন। তবে মনে রাখবেন, জাতীয় পরিচয়পত্র, জমি-জমার দলিলপত্র, ভিজিডি/ ভিজিএফ কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ইত্যাদি পলিথিনে বেঁধে নিজের সঙ্গে রাখুন***।
৬. পুকুরের পাড় উঁচু করুন এবং চারিদিকে জাল দিয়ে ঘিরে রাখুন।
৭. টিউবওয়েল খুলে পাইপের মুখ পলিথিন দিয়ে মুড়ে শক্ত করে বেঁধে রাখুন।
৮. বিপদের সময় বাড়ির লোকজন এবং এলাকার অন্যান্যরা কে কী করবেন তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখুন। প্রতিটি এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করুন এবং ইউনিয়ন দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।

*কত নম্বর বিপদ সংকেত ঘোষণার সাথে সাথে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত হবে তা দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে হবে। এক্ষেত্রে আবহাওয়া দপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় সংকেত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

**স্থানীয়ভাবে বার্তাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত সম্পর্কে কোথা থেকে জানা যাবে সে বিষয়টি যুক্ত করা যেতে পারে।

***বার্তাটি নিয়ে ভিন্নমত আছে কিন্তু বার্তা তৈরিতে জড়িত সকলের মতামতের ভিত্তিতেই এটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে সাড়া প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্য বার্তা

১. আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করুন। শিশু, কিশোরী, প্রতিবন্ধী ও নারীদের প্রতি খেয়াল রাখুন।
২. দুর্ঘটনার সময় ডায়রিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখুন। নিরাপদ খাবার পানি সংগ্রহের জায়গাগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
৩. আহত, নিখোঁজ এবং মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের ও পৌরসভার চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের জানান।

৪. আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। দুর্ঘটনার পর পরই মৃতদেহ দাফন অথবা সংস্কারের ব্যবস্থা করুন।
৫. ঝড়ের পর আপনার এলাকার আবর্জনা, গাছের ভাঙা ডালপালা ও অন্যান্য বর্জ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।
৬. দুর্ঘটনাকালীন ও পরবর্তী সময় গর্ভবর্তী মা এবং যে সকল মা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়াদের বাড়তি যত্ন নিন।
৭. দুর্ঘটনার সময়ে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।
৮. ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এবং আহত বা নিহতের পরিবারের সদস্যদের মানসিক সহায়তা প্রদান করুন।
৯. মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখুন।
১০. ঘূর্ণিঝড়ের পর ঘরে ফেরা ও পুনর্বাসনের সময় শিশু, কিশোরী, নারী, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

ভূমিকম্প সম্পর্কিত বার্তা

ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বার্তা

১. ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শ নিন। ‘বিল্ডিং কোড’ মেনে বাড়ি নির্মাণ করুন।
২. যেকোনো অবকাঠামো নির্মাণের আগে মাটি পরীক্ষা (soil test) করিয়ে নিন।
৩. ঘর-বাড়ি এবং অন্যান্য ভবনে নিরাপদ বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ ব্যবহার করুন। বৈদ্যুতিক লাইন ও গ্যাস লাইন অত্যন্ত নিরাপদ ও সতর্কভাবে স্থাপন করুন। এসব সঞ্চালন লাইনের সকল ফিটিংস নিরাপদভাবে প্রকৌশলীর পরামর্শ নিয়ে স্থাপন করুন। দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে এগুলো যেন খুব সহজে ও দ্রুত বন্ধ করা যায় সেটি নিশ্চিত করুন।
৪. ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্মাণ শ্রমিক নিয়োগ করুন।
৫. অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শ অনুযায়ী পুরাতন ভবনের ঝুঁকি সম্পর্কে জানুন। এ ধরনের ভবন কাঠামোগতভাবে সংস্কার ও মেরামতের উদ্যোগ নিন।
৬. ভূমিকম্পের পর আপনার পরিবারের পাশাপাশি কমিউনিটি বা মহল্লার লোকজন কে কী করবে তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখুন।
৭. কমিউনিটি বা মহল্লার ও পারিবারিক পর্যায়ে ভূমিকম্পের আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরি করুন।
৮. জরুরি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর (যেমন: ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, স্বচ্ছাসেবী সংগঠন, রেড ক্রিসেন্ট, পুলিশ, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি) ফোন নম্বর আগে থেকেই সংগ্রহ করে পরিবারের সবার নিকট দৃশ্যমান কোনো স্থানে রাখুন।
৯. ভূমিকম্পের সময় আঘাত এড়াতে ভারি জিনিসপত্র আলমারি বা তাকের নিচের দিকে রাখুন। ভারি আসবাবপত্র দেয়ালের সাথে আটকে রাখার ব্যবস্থা নিন।

১০. ভূমিকম্পের আগেই বাড়িঘরের বিভিন্ন কক্ষের তুলনামূলকভাবে নিরাপদ স্থান এবং সেসব কক্ষ থেকে বের হওয়ার বিকল্প পথ চিহ্নিত করে রাখুন এবং এ বিষয়ে পরিবারের সবাইকে জানিয়ে রাখুন।

১১. ভূমিকম্পের প্রস্তুতি সম্পর্কে পরিবারের সকলকে জানান এবং সকলে মিলে মহড়া (ড্রেপ, কভার, হোল্ড / বসে পড়া, নিজেকে মাথাসহ ঢাকা এবং কোনো কিছু ধরে রাখা) অনুশীলন করুন।

১২. জরুরি জিনিসপত্র (যেমন: অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, টর্চলাইট, রেডিও, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও প্রাথমিক চিকিৎসার সামগ্রী, বাঁশি, হেলমেট, অতিরিক্ত ব্যাটারি, শুকনো খাবার, খাবার পানি প্রভৃতি) একটি ব্যাগে আগে থেকেই মজুদ করে হাতের নাগালে রাখুন*।

১৩. ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করুন এবং স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে অনুসন্ধান ও উদ্ধার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন

*স্থানীয়ভাবে এই বার্তা প্রদানের সময় বিশেষ চাহিদা আছে, যেমন: বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এমন মানুষদের কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ, যেমন: হুইল চেয়ার, ক্রাচ, শ্রবণযন্ত্র ও এর ব্যাটারি ইত্যাদি সকলের হাতের নাগালে রাখার বার্তাটিও যুক্ত করা যেতে পারে।

ভূমিকম্প প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বার্তা

১. আপনার প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্পের মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে সবার সচেতনতা বৃদ্ধি করুন*।
২. জরুরি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর (যেমন: ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পুলিশ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) ফোন নম্বর আগে থেকেই সংগ্রহ করে পরিবারের সবার নিকট দৃশ্যমান কোনো স্থানে রাখুন।
৩. ভূমিকম্পের আগেই ঘরের মধ্যে তুলনামূলক নিরাপদ স্থান ও ঘর থেকে বের হওয়ার বিকল্প পথ চিহ্নিত করে রাখুন এবং এ বিষয়ে পরিবারের সবাইকে জানিয়ে রাখুন**।
৪. ভূমিকম্পের পর আশ্রয় নেয়ার জন্য আগে থেকেই নিরাপদ ও উন্নত স্থান চিহ্নিত করে রাখুন।
৫. জরুরি জিনিসপত্র, যেমন: অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, টর্চলাইট, রেডিও, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও প্রাথমিক চিকিৎসার সামগ্রী, বাঁশি, হেলমেট, অতিরিক্ত ব্যাটারি, শুকনো খাবার, খাবার পানি প্রভৃতি আগে থেকেই মজুদ করে হাতের নাগালে রাখুন***।

*স্থানীয় পর্যায়ে এই বার্তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ, যেমন: বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী—এমন মানুষদের কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। মহড়ায় প্রতিবন্ধীদের যেন যুক্ত করা হয় সে বিষয়টিও এই বার্তায় যোগ করা যেতে পারে।

**স্থানীয় পর্যায়ে এই বার্তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ, যেমন: বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী—এমন মানুষদের কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। বিকল্প পথ দিয়ে বৃদ্ধ বা প্রতিবন্ধীরাও যেন নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে সে বিষয়টি এই বার্তায় যোগ করা যেতে পারে।

***স্থানীয়ভাবে এই বার্তা প্রদানের সময় বিশেষ চাহিদা আছে, যেমন: বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এমন মানুষদের কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ, যেমন: হুইল চেয়ার, ক্রাচ, শ্রবণযন্ত্র ও এর ব্যাটারি ইত্যাদি সকলের হাতের নাগালে রাখার বার্তাটিও যুক্ত করা যেতে পারে।

ভূমিকম্পে সাড়া প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্য বার্তা

১. ঘরে থাকা অবস্থায় ভূমিকম্প অনুভূত হলে সাথে সাথে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসের লাইন বন্ধ করতে চেষ্টা করুন।
২. ভবন বা বিল্ডিং এর ভেতরে থাকা অবস্থায় ভূমিকম্প হলে শক্ত টেবিল, চেয়ার, খাট, অথবা ভবনের অন্যান্য আসবাবপত্র, পিলার বা কলামের নিচে আশ্রয় নিন। আঘাত এড়াতে হাত কিংবা বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে ফেলুন। ভূমিকম্পের পরপরই সম্ভব হলে খোলা ও নিরাপদ স্থানে বের হয়ে আসুন।
৩. ভূমিকম্পের পর কোথাও আটকা পড়লে শান্ত থাকুন এবং আশেপাশে উদ্ধারকর্মীর উপস্থিতি বুঝতে পারলে শব্দ করে নিজের অবস্থান জানানোর চেষ্টা করুন।
৪. ঘরের বাইরে থাকা অবস্থায় ভূমিকম্প অনুভূত হলে বড় গাছ, বিদ্যুৎ, টেলিফোনের খুঁটি বা মোবাইল ফোনের টাওয়ার বা উঁচু বাড়ির কাছ থেকে সরে এসে নিরাপদ খোলা স্থানে অবস্থান করুন।
৫. দুর্ভোগের সময়েও আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।
৬. ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্ত ও আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে মানসিক সহায়তা প্রদান করুন।

বন্যা সম্পর্কিত বার্তা

বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বার্তা

১. নতুন বাড়ি নির্মাণের সময়ে পূর্বের বন্যার সর্বোচ্চ পানির উচ্চতার চেয়ে উঁচু করে বাড়ির ভিটা তৈরি করুন।
২. যারা সাঁতার জানে না তাদেরকে সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করুন।
৩. মাটির ভাঙন ও বন্যা থেকে রক্ষা পেতে কলাগাছ ও শক্ত শিকড়যুক্ত গাছ, যেমন: নারকেল, তাল, কড়ই গাছ ইত্যাদি বাড়ির আশেপাশে লাগান।
৪. বন্যার আগে ভাঙা বাঁধ মেরামত এবং এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলো চিহ্নিত করুন।
৫. হাঁস বন্যার সময় পরিস্থিতির সাথে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। এ কারণে প্রায়ই বন্যা হয় এমন এলাকায় মুরগির চেয়ে হাঁস পালন করা ভালো।
৬. বন্যার সময় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র ঘরের উঁচু ও নিরাপদ স্থানে রাখুন।
৭. বন্যার আগেই উঁচু জায়গায় টিউবওয়েল স্থাপন করুন।
৮. বন্যার সময় হাম বেশি হয়। তাই আপনার শিশুকে আগে থেকেই হামের ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ টিকা দিয়ে নিন।
৯. নিরাপদ পানি ঘরে রাখার জন্য বড় আকৃতির পাত্র জোগাড় করে রাখুন।
১০. বন্যার সময়ে জরুরি যাতায়াতের জন্য নৌকা, ভেলা অথবা অন্যান্য ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখুন।
১১. বন্যা-পরবর্তী চাষাবাদের জন্য ফসলি বীজ নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।
১২. বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে আগাম ও স্বল্পমেয়াদি জাতের ফসল চাষ করুন। প্রয়োজনে বন্যা সহনশীল জাতের ধান আবাদ করুন।

বন্যায় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বার্তা

১. বন্যার আগেই পরিবার নিয়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য উঁচু ও নিরাপদ জায়গা খুঁজে রাখুন। যেমন: আশ্রয়কেন্দ্র বা সাইক্লোন শেল্টার।

২. সাপে কাটা এবং অন্যান্য বিষধর জীবের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরের নিরাপদ স্থানে কার্বলিক এ্যাসিডের বোতলের মুখ খুলে রাখুন। বোতল শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।
৩. পানি প্রবেশ করবে না এমন বাক্সে জরুরি কাগজ ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র ভরে উঁচু স্থানে রাখুন।
৪. খাবার স্যালাইন বানানো শিখুন। ঘরে স্যালাইনের প্যাকেট ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট রাখুন। পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণটি জেনে নিন।
৫. বাড়ির আশেপাশে থাকা গর্ত, নর্দমা ইত্যাদি আগে থেকেই চিহ্নিত করুন। পাশাপাশি পুকুরের চারপাশেও বেড়া বা খুঁটি দিয়ে রাখুন।
৬. বন্যার পানিতে ঘরের ভিত্তি যেন দুর্বল হয়ে না পড়ে সেজন্য অতিরিক্ত খুঁটি দিয়ে ভিত্তি মজবুত করুন।
৭. দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য পরিবারের সবাই মিলে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলুন।
৮. ল্যাট্রিন তৈরির জন্য রিং স্ল্যাব, বাঁশ, প্লাস্টিক সিট, দড়ি ইত্যাদি কোথায় পাওয়া যাবে তা জেনে রাখুন এবং প্রয়োজনমতো নিরাপদ ল্যাট্রিন তৈরি করুন।
৯. বন্যার সময় টিউবওয়েল উঁচু করার জন্য আগে থেকেই অতিরিক্ত পাইপ জোগাড় করে রাখুন।
১০. শুকনো খাবার, মোমবাতি, ম্যাচ, কেরোসিন তেল, সাবান, ব্লিচিং পাউডার, পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা ও প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র সংগ্রহ করে হাতের কাছে রাখুন।
১১. গবাদিপশুর আশ্রয়ের জন্য বন্যা আসার আগেই উঁচু স্থান নির্দিষ্ট করে রাখুন ও পশু খাদ্য মজুদ রাখুন।
১২. বন্যার সময় চলাচলের জন্য নৌকা অথবা ভেলার ব্যবস্থা রাখুন।

বন্যায় সাড়া প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্য বার্তা

১. বন্যার পর বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করার জন্য ব্লিচিং পাউডার, জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন।
২. বন্যার কারণে অন্যত্র আশ্রয় নেয়ার সময় পুরনো এবং পরিত্যক্ত বাড়ি এড়িয়ে চলুন।
৩. দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বিদ্যুতের তার ও খুঁটি থেকে দূরে থাকুন।
৪. বন্যার পর গবাদিপশুকে প্রয়োজনীয় টিকা দিন।
৫. বন্যার সময় শিশু ঘরের বাইরে যাচ্ছে কি-না সেদিকে খেয়াল রাখুন এবং প্রয়োজনে দরজায় বেড়া দিয়ে রাখুন।
৬. আশ্রয়কেন্দ্রে পাহারার ব্যবস্থা করুন।
৭. স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।
৮. বিশুদ্ধ না করে বন্যার পানি খাওয়া ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
৯. আশ্রয়কেন্দ্রে শিশু, কিশোরী, নারী, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সুরক্ষায় সতর্ক থাকুন।
১০. খাওয়া ও ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির পানি ধরে রাখুন। সম্ভব হলে বিশুদ্ধ করে পান করুন।
১১. শিশু, কিশোরী, নারী, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজনগুলোর প্রতি খেয়াল রাখুন।
১২. দুর্যোগের সময়ে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যান।
১৩. খাওয়ার আগে ও পায়খানার ব্যবহারের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস বজায় রাখুন।
১৪. বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে মানসিক সহায়তা প্রদান করুন।

ভূমিধস সম্পর্কিত বার্তা

ভূমিধসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বার্তা

১. আবহাওয়ার খোঁজখবর রাখুন, অতিবৃষ্টির আগাম খবর পেলে সময় থাকতেই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।
২. পাহাড় ও গাছ কাটা থেকে বিরত থাকুন।
৩. পাহাড়ের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (যেমন: খাড়া, সোজা বা উঁচু পাহাড়ের ঠিক নিচে) ঘরবাড়ি তৈরি থেকে বিরত থাকুন।
৪. গাছ ভূমিধসের ঝুঁকি কমায়ে। অতএব পরিকল্পিত বনায়নে অংশগ্রহণ করুন, ভূমিধসের হাত থেকে বাঁচুন।
৫. ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে এলাকায় যে ধরনের কাঠামো দরকার সে ধরনের বাড়িঘর নির্মাণ করুন। প্রয়োজনে স্থানীয় প্রকৌশলী অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিন।
৬. অবৈধ গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া বা নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
৭. পানি চলাচলের জন্য পাহাড়ি খাল অথবা ছড়া পুনঃখননে সহায়তা করুন।
৮. পাহাড় ধসে উদ্ধার করার কাজে সহযোগিতার জন্য আপনার এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করুন।

ভূমিকম্পে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বার্তা

১. আবহাওয়ার খোঁজখবর রাখুন। অতিবৃষ্টির আগাম খবর পেলে পাহাড়ের কাছাকাছি না থেকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করুন। সম্ভব হলে কমিউনিটি পর্যায়ে সকলের ব্যবহার উপযোগী অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তুলুন।
২. সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা, যেমন: ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, সিটি কর্পোরেশন, হাসপাতাল, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদির ফোন নম্বর সংগ্রহ করে হাতের কাছে রাখুন।
৩. জান-মালের নিরাপত্তার স্বার্থে জনপ্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা অফিসকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন।
৪. অতিবৃষ্টির আগাম খবর পেলে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে যাওয়ার সময় খাবার পানি ও প্রয়োজনীয় গুকনো খাবার সাথে নিন।
৫. শিশু, কিশোরী, বৃদ্ধ, গর্ভবতী মা ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন এবং আশ্রয়কেন্দ্রে তাদের বিশেষ যত্ন নিন।
৬. নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় মূল্যবান দলিলপত্র, টাকা-পয়সা, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রভৃতি সঙ্গে রাখুন।

ভূমিধসে সাড়া প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্য বার্তা

১. পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ধার কাজ শুরু করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাহায্যের জন্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, রেড ক্রিসেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

২. ভূমিধসে আহত এবং নিহতদের তালিকা তৈরি করুন।
৩. চিকিৎসার জন্য আহতদের যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান।
৪. স্থানীয়ভাবে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ তৈরি করুন এবং এ সম্পর্কে এলাকার মেম্বার, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে জানান।
৫. নিজে নিরাপদ স্থানে থাকুন এবং অন্যকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে সহায়তা করুন। এক্ষেত্রে শিশু, নারী, গর্ভবতী মা, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনগুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন।
৬. পাহাড় ধসে উদ্ধারকাজ পরিচালনায় তাড়াহুড়ো না করে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

নদীভাঙন সম্পর্কিত বার্তা

নদীভাঙনে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বার্তা

১. পয়স্টি ও সিকস্টি জমি সম্পর্কিত আইন ও নিয়মাবলি নিজে জানুন এবং অন্যকে জানান।
২. নদীর পাড়ে গাছ লাগান, বিশেষ করে যেসব গাছের শিকড় মাটির গভীর পর্যন্ত যায়।
৩. নদীভাঙনপ্রবণ এলাকায় বাড়িঘর, অবকাঠামো নির্মাণ করবেন না। আর যদি নির্মাণ করতেই হয় তাহলে সহজে সরিয়ে ফেলা যায় এমন বাড়ি ও অবকাঠামো নির্মাণ করুন।
৪. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহায্যে নদীর পাড়ে বাঁধ, স্থানীয় প্রযুক্তির প্রতিরোধ দেয়াল তৈরি বা মেরামত করার উদ্যোগ নিন।
৫. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যে ঝুঁকিপূর্ণ বা যেসব স্থানে নদীভাঙন বেশি হয় তা চিহ্নিত করুন এবং নদীশাসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করুন।

নদীভাঙনে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বার্তা

১. নদীভাঙনের সময় কী করতে হবে তার প্রস্তুতি সম্পর্কে আপনার পরিবারের সকল সদস্য ও প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা করুন।
২. আপনার পরিবার ও এলাকার অন্যদের সাথে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে নতুন বসতবাড়ি তৈরি করার জন্য নিরাপদ স্থান ঠিক করে রাখুন।
৩. নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী টাকা-পয়সা, শুকনো খাবার, খাবার পানি ও বাড়ি নির্মাণের সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখুন।
৪. নদীর গতি-প্রকৃতি ও ভাঙনের ইতিহাসের প্রতি খেয়াল রাখুন এবং নদীভাঙনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন।
৫. দুর্যোগকালীন সময়ে অন্য যে কাজটি করে আপনি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন তা আগে থেকেই ঠিক করুন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
৬. আপনার ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।
৭. প্রয়োজনে নদীভাঙন এলাকার গবাদিপশু পূর্বেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিন।

নদীভাঙনে সাড়া প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্য বার্তা

১. নদীভাঙনে সহায়তার জন্য ইউনিয়ন দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ করুন।
২. নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে মানসিক সহায়তা প্রদান করুন।
৩. আশ্রয়কেন্দ্রে শিশু, কিশোরী, নারী, গর্ভবতী মা, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
৪. দুর্ভোগকালীন সময়ে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে সতর্ক থাকুন।

টর্নেডো সম্পর্কিত বার্তা

টর্নেডোয় ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বার্তা

১. দুর্ভোগের সময় জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য আগে থেকেই কিছু অর্থ জমিয়ে রাখুন।
২. জরুরি জিনিসপত্র, যেমন: টর্চ লাইট, মোমবাতি, দিয়াশলাই, রেডিও, ব্যাটারিসহ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী, শুকনো খাবার, বিস্কুট খাবার পানি প্রভৃতি আগে থেকেই মজুদ করে হাতের নাগালে রাখুন*।
৩. হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO), ইউনিয়ন পরিষদ, থানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মোবাইল নম্বর আগে থেকেই জেনে রাখুন।
৪. দুর্ভোগ পরবর্তী চাষাবাদের জন্য ফসলের বীজ নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।
৫. টর্নেডো সম্পর্কে আপনার এলাকার মানুষকে, বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী মা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সচেতন করুন এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করুন।
৬. টর্নেডো বিধ্বস্ত কোনো বাড়িতে গেলে দুর্ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (যেমন: পা ঢাকা শক্ত জুতা) ব্যবহার করুন।
৭. টর্নেডো হলে আপনার কমিউনিটি অথবা মহল্লার লোকজন কে কী করবে তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখুন এবং এ বিষয়ে মহড়া আয়োজন করুন।
৮. কৃষি যন্ত্রপাতি, যেমন: কাঁচি, দা, কুড়াল, কোদাল, লাঙ্গল, ট্রাক্টর ইত্যাদি খোলা উঠানে যেখানে-সেখানে না রেখে নির্দিষ্ট এবং নিরাপদ স্থানে রাখুন।

*স্থানীয়ভাবে এই বার্তা প্রদানের সময় বিশেষ চাহিদা আছে, যেমন: বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি এমন মানুষদের কথা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধিদের সহায়ক উপকরণ, যেমন: হুইল চেয়ার, ক্রাচ, শরণযন্ত্র ও এর ব্যাটারি ইত্যাদি সকলের হাতের নাগালে রাখার বার্তাটিও যুক্ত করা যায়।

টর্নেডোর সময় সাড়া প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্য বার্তা

১. টর্নেডো শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মজবুত ও শক্ত ঘরে আশ্রয় নিন।
২. টর্নেডোর সময় যদি আপনি বাড়ির বাইরে থাকেন তবে রাস্তার ধারে, জমির আইলের পাশে বা মাটির গর্তে আশ্রয় নিন। বৈদ্যুতিক তার ও পিলার বা গাছপালা থেকে দূরে থাকুন।

৩. আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। নিহতদের দাফন অথবা সৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
৪. টর্নেডোয় ভেঙে পড়া গাছপালা, ঘরবাড়ি ইত্যাদি রাস্তা, বাড়ির আঙ্গিনা থেকে সরিয়ে ফেলুন। রাস্তাঘাট চলাচলের উপযোগী করতে সহায়তা করুন।
৫. আপনার ঘরবাড়ি মেরামতের ব্যবস্থা নিন, প্রয়োজনে নিকটবর্তী কোনো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।
৬. শিশু, কিশোরী, নারী, বৃদ্ধ, গর্ভবতী মা ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রয়োজনগুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন।
৭. ধ্বংসস্তুপ পরিষ্কার করার সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন যাতে কেউ আহত না হয়।

তথ্যসূত্র

দুর্যোগ বার্তাগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে ইউএনওচা (UNOCHA), ইউনিসেফ (UNICEF) ও বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন (BBC MEDIA ACTION)-এর সহযোগিতায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহপূর্বক নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন ৯২-৯৩, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ওয়েব সাইট: www.ddm.gov.bd

দুর্যোগ ও শিশু

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে শিশুদের অবস্থা

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধা পায়। শিশুরা দুর্যোগের সময় নাজুক অবস্থায় নানা মনোসামাজিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়। দুর্যোগের ধরন অনুযায়ী ক্ষয়ক্ষতির ভিন্নতা রয়েছে। তারপরও সাধারণত দুর্যোগের সময় শিশুদের যেসব মনোসামাজিক সমস্যা হয় তা হলো -

- দুর্যোগের আকস্মিকতায় শিশুরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- শিশুদের মধ্যে অনিরাপত্তাবোধ তৈরি হয়।
- শিশুরা উত্তেজনা, হতাশা এবং অস্থিরতায় ভোগে।
- শিশুদের চিন্তাবিনোদনের সুযোগ কমে আসে, তারা আনন্দহীন সময় কাটায়।
- পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়; ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠে, দুঃস্বপ্ন দেখে, ভয় পায়।
- অনেক সময় আপনজনকে হারিয়ে মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারী শিশুরা অনিরাপত্তা, নিরানন্দ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মাঝে বসবাস করে।
- পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে।
- শারীরিক মানসিক রোগ এবং সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- দরিদ্র পরিবারগুলোর আর্থিক সংকটের কারণে শিশুদের খাদ্য ও অন্যান্য চাহিদা মিটাতে পারে না।

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে শিশুদের সুরক্ষায় আরো যা যা করণীয়

- ধনী, গরিব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুর রয়েছে সমান অধিকার। এই নীতি পরিবার, প্রতিষ্ঠানসহ সকল ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারী শিশুদের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করার জন্য শিশুদের নাম, ঠিকানা, বয়স রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারী নারী ও মেয়ে শিশুদের জন্য আলাদা পায়খানা এবং গোসলখানার ব্যবস্থা করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারী শিশুদের নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ নজর রাখা। বিশেষ করে পানিতে পড়া বা সাপে কাটার সম্ভাবনা থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা।
- দুর্যোগ কবলিত শিশুদের পাচার হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আশ্রয়কেন্দ্রে কোন সন্দেহজনক লোকজন দেখা গেলে তাদের সম্পর্কে তথ্য নেয়া এবং সন্দেহজনক হলে এলাকার থেকে বের করে দেয়া।
- শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল, মানবিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে।
- শিশুদের প্রতি কেউ যেন অবহেলা শারীরিক নির্যাতন বা সহিংস আচরণ না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। শিশুরা যেন কোন নির্দয় আচরণের শিকার না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রে কোন প্রতিবন্ধি শিশু থাকলে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, কেউ যেন সেই শিশুকে কোন ধরনের অবহেলা না করে। প্রতিবন্ধি শিশুকে নির্দয় বা নিষ্ঠুর আচরণ থেকে রক্ষা করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কোন শিশু যাতে কোন প্রকার যৌন নির্যাতনের শিকার না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে -
 - রাতের বেলা শিশুরা যেন পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আলাদা না থাকে।
 - শিশুরা যেন অনাকাঙ্ক্ষিত অপরিচিত কোন ব্যক্তির সাথে একা কোথাও না যায়।

শিশুকে সহযোগিতা করতে হলে তাদের কথা মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে শুনতে হবে। কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে বয়সভেদে শিশুদের যে পার্থক্য রয়েছে তা বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ বিভিন্ন বয়সের শিশুর বিকাশ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে, সেজন্য সব বয়সের শিশুদের সাথে একরকম আচরণ করা যায় না। শিশুদের সহযোগিতা করতে হলে তাদের সমস্যা সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

আতঙ্ক বা ট্রমায় আক্রান্ত হলে করণীয়

প্রকৃতপক্ষে আতঙ্ক একটি মানসিক ব্যাপার। কোন অস্বাভাবিক ঘটনার ফলে মানুষ যখন স্বাভাবিক থাকতে পারে না কিংবা অতিরিক্ত ভয় পায় তখন তার মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। আতঙ্ক দেখা দিলে সে স্বাভাবিক থাকে না এবং তখন তার ডাক্তারের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। আতঙ্ক দেখা দিলে তার প্রতিকারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন।

সাধারণত বিপদ কেটে যাবার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মানসিক চাপ কমে স্বাভাবিক হয়ে আসার কথা। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ যদি তার সেই মানসিক চাপ না কমে তাহলে বুঝতে হবে সে আতঙ্ক-গ্রস্ত বা ট্রমায় আক্রান্ত। তখন তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠানো জরুরি বিষয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, কেউ যদি বুঝতে পারে তাকে মানসিক রোগী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে তবে তা তার জন্য আরো বেশি বেদনাদায়ক মনে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সে যেন বুঝতে না পারে সে মানসিক রোগী সে ধরনের ব্যবহার করতে হবে। তাকে পরিস্কারভাবে বুঝাতে হবে যে, তাকে আপনি শুধু সহযোগিতাই দিচ্ছেন। আপনার আন্তরিক আচরণ তার মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

একটি কেস স্টাডি

টাংগাইলে ১৯৮৯ সালে এক ভয়াবহ টর্নেডো হয়। খুব ক্ষণস্থায়ী সেই টর্নেডো মুহূর্তের মধ্যে লগ্নভঙ করে দেয় কয়েকটি ইউনিয়ন। অনেক মানুষ প্রাণ হারায়, বাড়িঘর সব ভেঙে পড়ে। দুর্যোগ-কবলিত মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়।

টর্নেডোর ধ্বংসযজ্ঞ দেখে একটি ছোট মেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার এ আতঙ্কে প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তীতে দেখা যায় যে মেয়েটি স্থায়ীভাবে মানসিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখনো মেয়েটি অসুস্থ। সে কখনো ঘর থেকে বের হয় না, ভয় পায়। বাড়ির আঙ্গিনায় কাউকে দেখলে চিৎকার করে উঠে। আকাশে মেঘ দেখলে টোকির তলায় গিয়ে লুকায়। মেয়েটি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেনি। বিয়ের বয়স হয়েছে। কিন্তু এ মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। দরিদ্র এ পরিবারটির জন্য সেই সম্ভাবনাময় শিশুটি আজ বোঝা। সারাজীবন তাকে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়েই বেঁচে থাকতে হবে। শিশুটির সঠিক সময় যত্ন নেওয়া গেলে এবং মানসিক সহযোগিতা দিতে পারলে হয়তো তার এ করুণ অবস্থা হতো না।

দুর্যোগ ও নারী

দুর্যোগে নারীদের বেশি ঝুঁকির কারণ

- শিশুদের সাথে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার প্রবণতা
- অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা
- সামাজিক নিরাপত্তার অভাব
- সচেতনতার অভাব
- পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা
- সিদ্ধান্তহীনতা
- পরিবার ও সংসারের জিনিসপত্রের উপর বিশেষ আকর্ষণ
- পোশাক পরিচ্ছদ (লম্বা চুল, লম্বা কাপড়)
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলির অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞতা
- রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা
- সামাজিক অবজ্ঞা

দুর্যোগে নারীদের সক্ষমতাসমূহ

- ধৈর্য ও সহনশীলতা
- পরিবারের জিনিসপত্র রক্ষায় অধিক সামর্থ্য/আগ্রহী
- ভালো স্বেচ্ছাসেবিকার ভূমিকা পালন
- সেবা, রান্না করা, শিশুর যত্ন, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য কাজে সামর্থ্য
- খাদ্য মজুদে স্থানীয় জ্ঞান, জ্বালানি সংগ্রহ, পানি, পশু পাখির যত্ন নেওয়া
- সঞ্চয়ী মনোভাব
- প্রবল মানসিক প্রস্তুতি/শক্তি

নারীদের বিপদাপন্নতা কমানো এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পদক্ষেপসমূহ

- দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী কর্মসূচিতে নারীদের সমভাবে অংশগ্রহণ থাকা
- পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও বিভিন্ন নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কে জানানো
- দুর্যোগকালে পরামর্শ, যোগাযোগ, স্থানান্তর ও সমাজকে সংগঠনের কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা
- সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা যেমন - আশ্রয়স্থল, পানি সরবরাহের, স্থান, স্থানীয় চিকিৎসা সুবিধাদি জানানো
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা
- জরুরি কাজে স্থানীয় কর্মী হিসেবে নারী স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা
- দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি পরিকল্পনায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো
- নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক জ্ঞান প্রদান এবং তাদের চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা

দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা

- শারীরিকভাবে দুর্বল/অক্ষম
- শক্ত/ভারি কাজ করতে অপারগতা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতা

তথ্যসূত্র

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচি, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ ও ইউএসএইড- বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০০৮

দুর্যোগ ও প্রতিবন্ধি

প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অপসারণ ও উদ্ধারের জন্য পাঁচটি প্রক্রিয়া এবং পরামর্শ

- অনুসন্ধান, উদ্ধার ও অপসারণের সময় এমন কাউকে রাখার চেষ্টা করা যে প্রতিবন্ধিদেরকে জানে অথবা প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য

- যদি প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ক্রাচ বা চলাচলের অন্য উপকরণ ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে তাদের সাথে সেগুলো তাদেরকে দিলে তারা দ্রুত চলাচল করতে পারবে।
- যদি শারীরিক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের বড় রকমের অসুবিধা থাকে তবে তাদেরকে বহন করতে হবে বা স্ট্রেচার বা হুইল চেয়ার ব্যবহার করুন। স্ট্রেচার বা হুইল চেয়ারে রাখার সময় তাদের হাত বা পা বা অন্য কোনো অঙ্গ ধরে টানাটানি করবেন না। তাদের উরুতে বা বুকের উপর চাপ প্রয়োগ করবেন না, তাতে তারা আহত হতে পারে, ব্যথা বা খিঁচুনি হতে পারে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- অধিকতর কম প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সরানোর সময় মাথাপিছু একজন বা দুইজন সহায়তা দিতে পারে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য

- যখন সিঁড়ি বা গমনপথে ভিড় থাকে তখন দৃষ্টি প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য চলাচলের রাস্তাটি বাধামুক্ত রাখা। মারাত্মক শারীরিক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সরানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দৃষ্টি-প্রতিবন্ধি ব্যক্তিকে মৌখিক নির্দেশনা দিন যখন তাকে নিয়ে চলেছেন। সামনে পাথর, পানি, সিঁড়ি বা অন্য কিছু আছে কিনা তা বলে বলে তাকে নিয়ে চলুন।
- দৃষ্টি-প্রতিবন্ধি ব্যক্তিকে সাহায্য করতে তার চেয়ারে বসতে সাহায্য করতে প্রথমে তার হাত দিয়ে চেয়ারটিকে ধরে দিতে সাহায্য করুন।
- যদি বেশ কয়েকজন দৃষ্টি-প্রতিবন্ধি ব্যক্তি একই জায়গায় থাকে, তবে তাদের পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে, কুনই দিয়ে কুনই ছুঁয়ে অথবা কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে শিকল তৈরি করতে বলুন এবং পরিচালককে অনুসরণ করতে বলুন।

শ্রবণ-প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের (যাদের শোনার সমস্যা) জন্য

- দৃশ্যমান উপায় অবলম্বন করুন (হাত নাড়ানো, বিষয় প্রদর্শন, ছবি দেখানো)
- যদি প্রতিবন্ধি ব্যক্তি কথা বলতে অক্ষম হয় তবে তাকে ফ্লাশ কার্ড ব্যবহার করে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে দিন (ছবির মাধ্যমে যোগাযোগ)।

মানসিকভাবে অসুস্থ ও বুদ্ধি-প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য

- প্রাঞ্জলভাবে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করুন (কী ঘটেছে, এখনও বিপদ আছে কি-না এবং কীভাবে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে)
- শান্ত থাকুন। আশ্বাস দিন।

বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতায়ুক্ত ব্যক্তিদের জন্য

- বিভিন্ন রকম চাহিদা পূরণ করতে কয়েক ধরনের কর্মকৌশলের সমন্বয় করুন।
- প্রতিবন্ধি ব্যক্তিকে অথবা তার পরিবারের কোন সদস্যকে জিজ্ঞেস করুন কীভাবে তার চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে।

স্থানান্তরের জন্য সাধারণ পরামর্শ

- কিছু কিছু পরিবহণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ (যেমন-পিঠে বহন করার প্রক্রিয়া যা বর্জন করতে হবে। এভাবে বহন করলে মেরুদণ্ডের জখমের ঝুঁকির কারণে মেরুদণ্ড ভাঙার আশঙ্কা থাকে।)
- অসমান জমিতে লোক সরানোর কাজে স্ট্রচার, হুইল চেয়ার বা ট্রিলির ব্যবহার সুবিধাজনক হতে পারে।
- মানব ক্রাচ, কোল, দুইজন উদ্ধারকর্মীর চার হাতে বানানো সিট, পিঠ বহন, হুইল চেয়ার এবং প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অপসারণে শুধু ভালোভাবে কাজ দিবে না, সেগুলো বয়োবৃদ্ধ, গর্ভবতী এবং অন্যদেরও কাজে লাগবে।
- প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে জেনে নিন তাদের উদ্ধার ও অপসারণে তাদের কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন (পরিবহণ প্রক্রিয়া, সহায়ক কৌশল, চলাচলের উপকরণ ও প্রয়োজনীয় ওষুধ)।

তথ্যসূত্র

প্রশিক্ষণ সহায়িকা : দুর্ঘোণের ঝুঁকি-হাস কার্যক্রমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়াবলী একীভূতকরণ,
হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল ও সিডিডি, ডিসেম্বর ২০০৯

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা

আশ্রয়কেন্দ্রে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরি ওষুধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পানি শোধন বডি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা।
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)।
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা।
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- আলোর ব্যবস্থা করা।
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া।
- আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও স্ট্রোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিকমতো ফেরত দেওয়া।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত দুর্ভোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্ভোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত হতে রক্ষায় স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: সমাজ ভিত্তিক দুর্ভোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রকল্প,
কনসার্ন ইউনিভার্সেল, ২০১০

দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়

আপদ

আপদ এমন একটি সম্ভাব্য ঘটনা যা দ্বারা জীবন সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

আপদের প্রকারভেদ

- ১। প্রাকৃতিক : বন্যা, নদীভাঙন, ঝড়, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি।
- ২। পরিবেশগত : জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্পায়নের দূষণ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, বন ধ্বংস, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি।
- ৩। মানবসৃষ্ট (অনিচ্ছাকৃত) : সড়ক দুর্ঘটনা, দালান ধসে যাওয়া, লঞ্চডুবি ইত্যাদি।
- ৪। মানবসৃষ্ট (ইচ্ছাকৃত) : যুদ্ধ, বোমাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।
- ৫। স্বাস্থ্যগত আপদ : এইচআইভি এইডস, ডায়রিয়া, কলেরা, প্লেগ, বার্ড ফ্লু
- ৬। কমপ্লেক্স/জটিল আপদ : মৌসুমি বেকারত্ব (মঙ্গা), অপরিষ্কৃত চিংড়ি চাষ, অপরিষ্কৃত নগরায়ন, শরণার্থী সংকট, জাতিগত দাঙ্গা।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে কোনো ব্যক্তি, পরিবার কিংবা সমাজের মানুষের কোন নির্দিষ্ট আপদের সম্ভাব্যতা ও তা মোকাবেলার ক্ষমতার অনুপাতকে বোঝায়।

$$\text{বিপদাপন্নতা} = \frac{\text{আপদের সম্ভাব্যতা}}{\text{ক্ষমতা}}$$

ঝুঁকি

ঝুঁকি বলতে সম্ভাব্য বিপদের কারণে ক্ষতির মাত্রাকে বোঝায়। স্থান, কাল, পাত্রভেদে একেক দুর্যোগের ঝুঁকি একেক জনের জন্য একেক রকম।

$$\text{ঝুঁকি} = \frac{\text{আপদ} \times \text{বিপদাপন্নতা}}{\text{ক্ষমতা}}$$

ক্ষমতা

কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ঐ দুর্যোগ মোকাবেলা করার যোগ্যতা বা সামর্থ্যকেই ক্ষমতা বলে।

দুর্যোগ

দুর্যোগ এমন একটি চরম ঘটনা বা পরিস্থিতি যা একটি জনগোষ্ঠী বা সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং স্বাভাবিক জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে যার ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হয়।

দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তর ও কমিটি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MoDMR)
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM)
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (WRM)
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWBD)
- বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC)
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (BMD)
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ
- মিডিয়া (Media)
- স্পারসো (SPARSO)
- নোয়া (NOAA)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD), জাতীয় পর্যায়ে ৯টি ও স্থানীয় পর্যায়ে ৬টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। এতে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগের পরে সবার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ করা আছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (IMDMCC) জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয় নিশ্চিত করবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। এই প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এসকল কমিটিকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে “জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (এনডিএমসি)” সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পরিকল্পনা কৌশলগত এবং ইস্যুসমূহ প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করার নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত “আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (আইএমডিএমসিসি)” দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি কাঠামো প্রস্তুত এবং এনডিএমসি ও সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (এনডিআ-রসিজি) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগ পরিস্থিতি মূল্যায়ন, দুর্যোগে সাড়াদান, দ্রুত পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সচল করা, দুর্গত এলাকা ঘোষণার সুপারিশ করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম সরাসরি ক্রয়ের ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করা।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত পরামর্শ, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক বিষয়াবলি এবং জরুরি সাড়াদান বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে “জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি” গঠন করা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে “ভূমিকম্প প্রস্তুতি এবং সচেতনতা কমিটি (ইপিএসি)” গঠিত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি) পলিসি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির কাজ হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডকে নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে “ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকসন (এনপিডিআরআর)” গঠিত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই প্লাটফর্মের মূল দায়িত্ব হচ্ছে -দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কিত সকল স্টেকহোল্ডারদের এবং নির্ধারিত উপকারভোগী-দের প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত “ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড (সিপিপিআইবি)” ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রমের সকল কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) পরিচালক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে গঠিত “ফোকাল পয়েন্ট অপারেশন কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (এফপিওসিজি)” দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কার্যাবলি পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগ/সংস্থাসমূহের প্রস্তুতকৃত কনটিনজেন্সি প্ল্যানসমূহও পর্যালোচনা করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে গঠিত “এনজিও কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এনজিওসিসি)” দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং সমন্বয় করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে গঠিত “কমিটি ফর স্পিডি ডেসিমিনেশন এ্যান্ড ডিটারমিনেশন অফ স্ট্র্যাটিজি অব স্পেশাল ওয়েদার বুলেটিন (সিএসডি-ডএসএসডব্লিউবি)” দ্রুততার সাথে দুর্যোগ সংক্রান্ত সতর্কবার্তা/সংকেত প্রচারণার উপায় ও উপকরণসমূহ যাচাই ও নিশ্চিত করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে “ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এ্যান্ড পাবলিক অ্যাওয়ারনেস টাস্কফোর্স (ডিএমটিপিএটিএফ)” গঠন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টির সকল কর্মকাণ্ড সমন্বয় ও পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে এ টাস্কফোর্স কাজ করে।

স্থানীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহ

- দেশের প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক (ডিসি) এর সভাপতিত্বে গঠিত “জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ডিডিএমসি)” জেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পর্যালোচনা করে।
- প্রতিটি উপজেলা চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে গঠিত “উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউজেডিডিএমসি)” উপজেলা পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পর্যালোচনা করে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে গঠিত “ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউডিএমসি)” সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করে।
- সিটি কর্পোরেশন মেয়র-এর সভাপতিত্বে “সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিসিডি-এমসি)” কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করে।
- পৌরসভার (মিউনিসিপ্যালিটি) মেয়র-এর সভাপতিত্বে গঠিত “পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (পিডিএমসি)” পৌর এলাকাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করে।

তথ্যসূত্র

ঘূর্ণিঝড় জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা: বাংলাদেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর,
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মার্চ ২০১৬

কমিউনিটি রেডিওর অনুষ্ঠান মূল্যায়ন ও মনিটরিং

কমিউনিটি রেডিওতে দুর্যোগ বিষয়ে প্রচারিত অনুষ্ঠানের গুণগত মান যাচাই ও তা লক্ষিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করছে কি-না তা জানার জন্য অনুষ্ঠান মূল্যায়ন করা জরুরি। নিচের মূল্যায়ন ফর্ম ব্যবহার করে পূর্বে আলোচিত VOICE-এর আলোকে আমরা অনুষ্ঠান মূল্যায়ন ও মনিটরিং করতে পারি।

এই মূল্যায়ন রেডিও বা অন্যকোনো পক্ষের চাহিদা অনুযায়ী যে কোনো সময় করা যায়। তবে সাধারণভাবে ছয় মাস বা এক বছর অন্তর অন্তর অনুষ্ঠান মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রেডিও কর্তৃপক্ষ নিজেরা মূল্যায়ন না করে নিরপেক্ষ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে মূল্যায়ন করাটা বাঞ্ছনীয়।

V (Value) - শ্রোতাদের মূল্যায়ন

নির্দেশক	মূল্যনির্ধারণ (বোল্ড ও আন্ডারলাইন করুন)				মতামত/পরামর্শ
রেডিও অনুষ্ঠানে দুর্যোগপ্রবণ বা দুর্যোগ আক্রান্ত নারী-পুরুষ, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন হয়/ তুলে ধরা হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠান ওই জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে/ শ্রোতাদের বোধগম্য ভাষায় প্রচারিত হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
উপস্থাপক শ্রোতাদের প্রতি সম্মানজনক মনোভাব ও সংহতি প্রকাশ করেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
উপস্থাপক সমস্যা/বিষয় সহজভাবে ও স্পষ্ট করে আলোচনা করেন যাতে শ্রোতারা সহজে বুঝতে পারেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
নারী ও পুরুষ শ্রোতাদের সম্মানের সাথে উপস্থাপন করা হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
শ্রোতাদের সহজে তাদের ফিডব্যাক/মতামত জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
উপস্থাপক দুর্যোগে আক্রান্ত/ভুক্তভোগীকে সাক্ষাৎকারের সময় সবিস্তার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন যাতে তিনি বিশদ উত্তর দিতে পারেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠানে ভারসাম্যপূর্ণভাবে নারী, পুরুষ ও শিশুদের তুলে ধরা হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	

V - শ্রোতাদের মূল্যায়ন এর সর্বমোট ফলাফল

ভালো	মাঝামাঝি	খারাপ
------	----------	-------

○ (Opportunity) - প্রান্তিক পর্যায়ের শ্রোতাদের কথা বলা এবং তাদের কথা শোনার সুযোগ

নির্দেশক	নারী ও পুরুষ শ্রোতা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা				মতামত
নারী ও পুরুষ শ্রোতা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলে ধরেন ও আলোচনা করেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
উপস্থাপক শ্রোতাদের সহায়তা করেন যাতে তারা তাদের কথা আত্মবিশ্বাসের সাথে স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
শ্রোতার অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রশ্ন করে বা উপস্থাপক শ্রোতাদের কাছ থেকে জেনে বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন করেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
শ্রোতাদের অভিযোগ/ উদ্বেগের বিষয় নিয়ে কর্মকর্তাদের দায়বদ্ধ করা হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
শ্রোতাদের অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	

প্রান্তিক পর্যায়ের শ্রোতাদের কথা বলার সুযোগ ○ এর সর্বমোট ফলাফল

ভালো	মাঝামাঝি	খারাপ

I (Information) - তথ্য কার্যকর ও সময়োপযোগী

নির্দেশক	নারী ও পুরুষ শ্রোতা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা				মতামত
যেসব তথ্য দেওয়া হয় তা দুর্বোধ্যপ্রবণ বা দুর্বোধ্য আক্রান্ত নারী-পুরুষ, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
যে তথ্য প্রদান করা হয় তা প্রান্তিক ও ভুক্তভোগী শ্রোতাদের চাহিদা মেটায়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারী-পুরুষ শ্রোতার কথা প্রচার করা হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
যেসব শ্রোতার উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকে তাদের অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্থান দেওয়া হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
তথ্য সত্য, যুক্তিযুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সমন্বিত যখন প্রয়োজন হয় তখনই ভুক্তভোগী ছাড়াও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
বিশেষজ্ঞদেরকে সহায়তা করা হয় যাতে তারা পরিষ্কারভাবে যোগাযোগ করতে পারেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
বিশেষজ্ঞরা কার্যকর তথ্য সরবরাহ করেন যা শ্রোতারা জানতে চান এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
দুর্যোগের আগে, পরে ও দুর্যোগকালীন সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা হয়, গুরুত্বপূর্ণ ও মূল সমস্যাগুলো আলোচনা হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সহজ ও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	

I - তথ্য কার্যকর ও সময়োপযোগী এর সর্বমোট ফলাফল

ভালো	মাঝামাঝি	খারাপ
------	----------	-------

C (Consistent and Convenient) - সুবিধা ও ধারাবাহিকতা

নির্দেশক	মান বোল্ড ও আন্ডারলাইন করুন				মতামত
অনুষ্ঠানটি এমন সময় প্রচারিত হয় যখন নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণির শ্রোতা শুনতে পারে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
উপস্থাপক পরের পর্বে কী থাকছে তা তুলে ধরেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
স্টেশন শ্রোতাদের পর্ব পুনরায় শোনার সুযোগ দেয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেয় তারা কোন স্টেশনের অনুষ্ঠান শুনছে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	

C- সুবিধা ও ধারাবাহিকতা এর সর্বমোট ফলাফল (মান বোল্ড ও আন্ডারলাইন করুন)

ভালো	মাঝামাঝি	খারাপ

E (Entertainment) - বিনোদনময় ও মনে রাখার মতো

নির্দেশক	মান বোল্ড ও আন্ডারলাইন করুন				মতামত
অনুষ্ঠানের শুরুতে সিগনেচার টিউন থাকে যা শ্রোতাদের সজাগ করে যে পর্ব শুরু হচ্ছে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
ইস্ট্রো/সূচনা শুনে শ্রোতারা পর্বের বাকিটা শোনার আগ্রহ বোধ করেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
আকর্ষণীয় উপস্থাপনা ও শ্রোতাদের প্রতি সহানুভূতিশীল	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠানের সব উপাদানের মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
উপস্থাপক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গুলোর মাঝে প্রশ্ন করেন এবং সারমর্ম উপস্থাপন করেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	

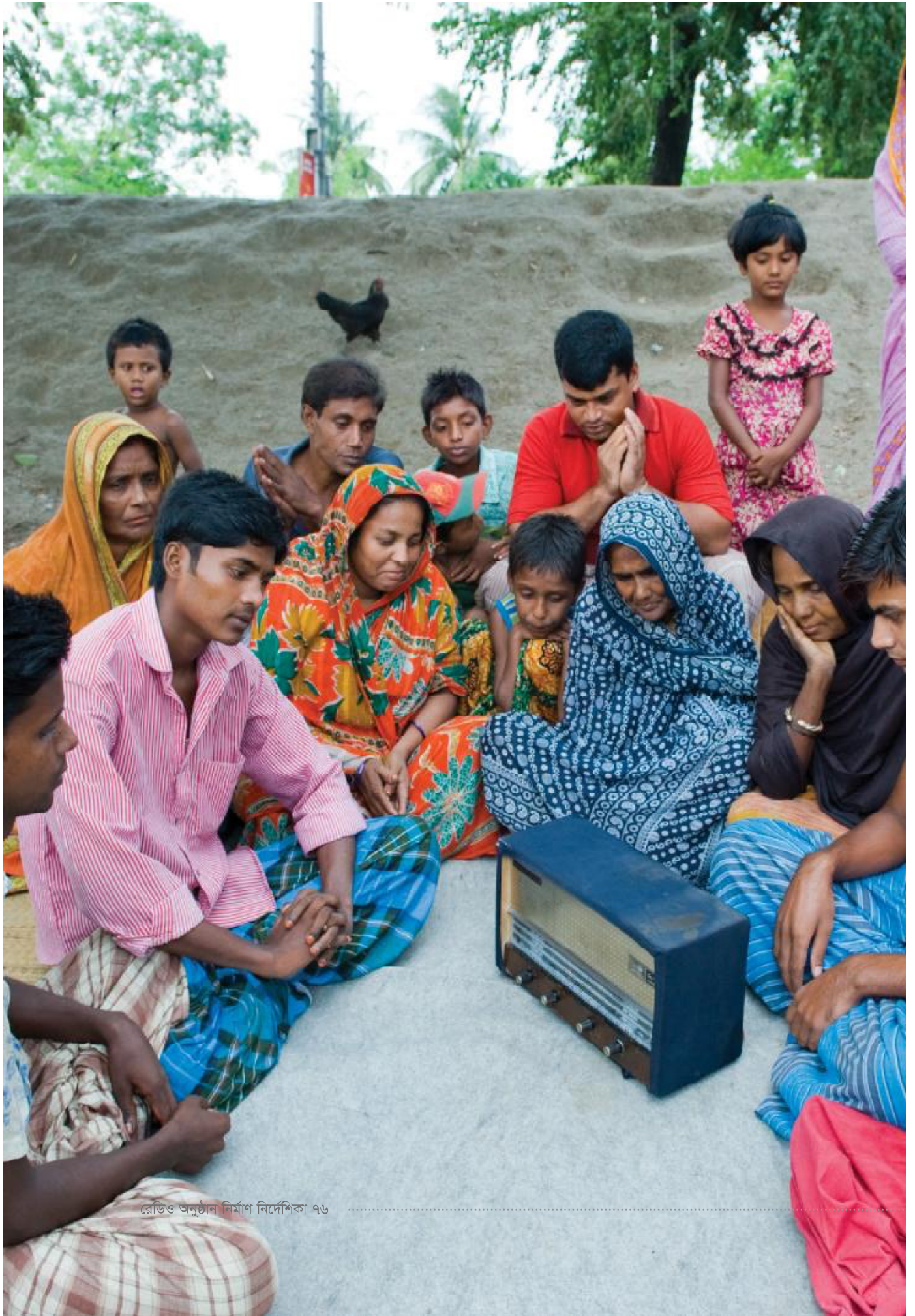
অনুষ্ঠানে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌতুকরস থাকে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত/মিউজিক থাকে যা শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠানে কোনো কারিগরি ক্রটি থাকে না যা শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করবে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠানে এমনভাবে গল্প বলা হয় যা শ্রোতাদের কাছে দৃশ্যময় মনে হয়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
উপস্থাপক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সংক্ষিপ্ত করে শেষে পুনরায় তুলে ধরেন	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠানে কী হচ্ছে এবং গল্পটি কোনদিকে যাচ্ছে সে বিষয়ে শ্রোতার ধারণা পায়	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠানে মেমোরি খেলা থাকে (কুইজ, কবিতা) যাতে শ্রোতার মূল বিষয়গুলি মনে রাখতে পারে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	
অনুষ্ঠানে নাটকীয় উপাদান থাকে (উদ্ভেজনা, কাহিনি, প্রত্যাশা) যা শ্রোতাদের ধরে রাখে	প্রযোজ্য নয়	পুরোপুরি	আংশিক	মোটাই না	

E- বিনোদনময় ও মনে রাখার মতো এর সর্বমোট ফলাফল (মান বোল্ড ও আন্ডারলাইন করুন)

ভালো	মাঝামাঝি	খারাপ
------	----------	-------

V, O, I, C এবং E এর মানের ভিত্তিতে পর্বের সর্বমোট ফলাফল




ভালো	মাঝামাঝি	খারাপ
------	----------	-------



স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার উপায়

এটি তাৎক্ষণিকভাবে বা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠান মূল্যায়নের একটি উপায়। প্রতি অনুষ্ঠান শেষে বা প্রতি মাসে/দুই মাসে একবার এই মূল্যায়ন করা যেতে পারে এবং সে অনুযায়ী অনুষ্ঠানে পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য শ্রোতাক্লাবের সদস্য/ভলেন্টিয়াররা ছবি ব্যবহার করে শ্রোতাদের কাছ থেকে তাদের ভালো লাগা বা মন্দ লাগা জানতে পারেন। নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করে খুশি মুখ, গোমরা মুখ এবং গড়পড়তা - এরকম তিনটি ছবি দেখিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইবেন। অতিরিক্তি মন্তব্য/মতামতের জন্য নোট নিতে হবে।

এই এপিসোড আপনার কেমন লেগেছে (দুর্যোগ বিষয়ক অনুষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে)	খুশি, গোমরা ও গড়পড়তা-হাত গণনা করতে হবে	কেন? (সদস্যদের মতামত লিখে ফেলতে হবে)
খুশি 		(যেমন - তথ্যগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষজ্ঞ অতিথি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ইত্যাদি)
গোমরা 		(তারা কী বলছিল তা বুঝতে পারিনি, ভাষা দুর্বোধ্য ছিল, অতিথি প্রাসঙ্গিক ছিল না, তথ্য আমাদের চাহিদা অনুযায়ী ছিল না ইত্যাদি)
গড়পড়তা 		এতটা আনন্দদায়ক ছিল না; তথ্যগুলো কাজে লাগবে কি-না আমি নিশ্চিত না; এটা অনেকের জন্য দরকারি ছিল, কিন্তু আমার জন্য না; সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আরো আলোচনা হলে ভালো হতো ইত্যাদি

পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য কোনো পরামর্শ?



এসএমএস এবং কল নম্বর

রেডিও স্টেশন অনুষ্ঠান চলার সময় অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কেমন লাগলো তা জানানোর জন্য ফোন নম্বর বলে দেবেন। শ্রোতারা এসএমএস অথবা ফোন করে যেন তাদের ফিডব্যাক/ অভিমত জানান সে জন্য অনুরোধ করতে হবে।

রেডিওর সম্প্রচার এলাকা এবং রেডিও শোনার অভ্যাস সম্পর্কে জানা

- ১) জনগোষ্ঠীর তথ্য জানার উৎস কী?
- ২) আপনি কি রেডিও শোনেন? (হাত গণনা)
- ৩) আপনি কি দুর্যোগ নিয়ে প্রচারিত কোনো রেডিও অনুষ্ঠান শুনেছেন? (হাত গণনা)
- ৪) রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান এলাকার জনগণ শোনেন?
- ৫) আপনি কীভাবে রেডিও অনুষ্ঠান শোনেন- রেডিও সেট বা মোবাইল ফোন দিয়ে? (হাত গণনা)
- ৬) আপনি কি দুর্যোগ বিষয়ে রেডিও অনুষ্ঠানে প্রচারিত তথ্য ও বার্তা শুনতে আগ্রহী? (হাত গণনা)
- ৭) যদি ছয়টি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, তবে আপনি কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচারের পরামর্শ দেবেন

মাস	বিষয়/থিম
জুলাই	
আগস্ট	
সেপ্টেম্বর	
অক্টোবর	
নভেম্বর	
ডিসেম্বর	

ফিডব্যাক পদ্ধতি

১

দুর্যোগ বিষয়ে রেডিও অনুষ্ঠান শোনার পর কীভাবে আপনার ফিডব্যাক (অনুষ্ঠান কেমন লাগলো) দিতে চান?

- ক. এসএমএস এর মাধ্যমে
- খ. ফোন কল করে
- গ. ফিডব্যাক বক্সে
- ঘ. কমিউনিটি সভায়
- ঙ. চিঠি লিখে
- চ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
- ছ. অন্য কোনো উপায়ে

২

ফিডব্যাক বক্স ব্যবস্থা পছন্দ হলে, এটি কোথায় স্থাপন করলে আপনার সুবিধা হবে? (কমিউনিটি রেডিও স্টেশনে, চা দোকানে, স্কুলে) (মনে রাখতে হবে, নারী-পুরুষভেদে পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে)



তথ্যসূত্র

- Lifeline Production Manual, BBC Media Action, 2010
- Hello Red Crescent - We listen to You, BDRCS/IFRC
- Training on Development the Skills of Community Radios to Broadcast Audience-driven Agriculture Programs in a Sustainable Manner, FARM RADIO International, David Mowbray, 2016
- Study Report on Successful Radio Programming and sponsorship in Nigeria, Innovation Consulting Private Limited, 2016
- Toolkit for the Media on Disaster Risk Management in Bangladesh, Concern Universal on behalf of the DIPECHO partners under the Fifth DIPECHO Action Plan for South Asia, July 2010
- Radio Production Training Manual, Fiona Ledger, Senior Production Manager With the BBC Media Action Ethiopia team, 2013
- A Red Cross Red Crescent Guide to Community Engagement and Accountability (CEA)
- নৌকা মালিকদের অবহিতকরণ নির্দেশিকা, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ ও ইউএসএইড-বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০০৮
- ঘূর্ণিঝড় জব্বুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা: বাংলাদেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মার্চ ২০১৬
- কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ঢাকা আহুহানিয়া মিশন, ২০০৮
- রেডিও-টিভি সাংবাদিকতা, সুধাংশু শেখর রায়, এমএমসি, ২০০৪
- কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০০৮, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১২ মার্চ, ২০০৮

কমিউনিটি রেডিও'র জন্য দুর্যোগ
মোকাবিলায় (প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান)
কল-ইন অনুষ্ঠান নির্মাণ নির্দেশিকাটি
'সংযোগ' এর উদ্যোগে
বাংলাদেশ রেড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
(বিডিআরসিএস) ও আন্তর্জাতিক রেড
ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট ফেডারেশন
(আইএফআরসি) কর্তৃক
এবং যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সিডাক
(Communication with Disaster
Affected Communities - CDAC)
নেটওয়ার্ক ও ইউকেএইড এর
সহযোগিতায় আগস্ট ২০১৭ এ
প্রকাশিত।



বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি



International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies